ফের ধর্মঘটের পথে ইংল্যান্ডের চিকিৎসকরা
সারে-জমিন

পকসো-অভিযুক্ত হোমের সভাপতিকে ঘিরে ধুন্ধুমার
রূপসী বাংলা

অদ্ভুত আঁধার এক এসেছে এ পৃথিবীতে আজ!
সম্পাদকীয়

হকার উচ্ছেদের প্রতিবাদ জানাতে পথে বাম সংগঠন
সাধারণ

ইংল্যান্ডকে হারিয়ে টি-২০ বিশ্বকাপের ফাইনালে উঠল ভারত
খেলতে খেলতে

আপনজন

APONZONE
Bengali Daily

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

শুক্রবার
২৮ জুন, ২০২৪
১৪ আষাঢ় ১৪৩১
২১ জিলহজ, ১৪৪৫ হিজরি
সম্পাদক
জাইদুল হক

Vol.: 19 ■ Issue: 173 ■ Daily APONZONE ■ 28 June 2024 ■ Friday ■ Kolkata ■ RNI: WBBEN/2004/14450 ■ Price: Rs. 5.00 ■ Pages: 6 ■ www.aponzonepatrika.com/epaper.php

প্রথম নজর

মুসলিমদের বিরুদ্ধে হিংসার ঘটনার নিন্দা পলিটব্যুরোর

আপনজন ডেস্ক: দেশে ক্রমবর্ধমান সাম্প্রদায়িক হিংসার বিরুদ্ধে এবার সরাসরি মুখ খুলল সিপিআইএম-এর পলিটব্যুরো কমিটি। সিপিএমের পলিটব্যুরো এক বিবৃতিতে বিভিন্ন রাজ্যে মুসলিমদের বিরুদ্ধে সাম্প্রতিক হিংসার ঘটনার নিন্দা করেছে। সিপিআই(এম) ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি) এবং হিন্দুত্ববাদী সাম্প্রদায়িক শক্তিকে নিশানা করে বলেছে, তারা নতুন করে প্রতিহিংসা নিয়ে মেরুকরণের প্রচেষ্টা তীব্র করবে।

বিবৃতিতে বলা হয়, তারা মুসলিমদের ওপর জঘন্য সাম্প্রদায়িক হামলার' তীব্র নিন্দা জানায়। ছত্তিশগড়, উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, দিল্লি, হিমাচল প্রদেশে এ ধরনের অন্তত ছয়টি ঘটনার কথা উল্লেখ করা হয়েছে বিবৃতিতে।

বিবৃতিতে গুজরাতের ভদোদরার একটি ঘটনার কথাও উল্লেখ করা হয়েছে, যেখানে মুখ্যমন্ত্রীর আবাসন প্রকল্পের অধীনে স্বল্প আয়ের গোষ্ঠীর আবাসন কমপ্লেক্সে একজন মুসলিম মহিলাকে ফ্ল্যাট বরাদ্দের বিরুদ্ধে হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকেরা প্রতিবাদ করেছিলেন। সিপিআইএমের পলিট ব্যুরো নির্বাচনের ফল ঘোষণার পর থেকে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে মুসলিম সম্প্রদায়ের সদস্যদের

উপর ক্রমবর্ধমান হামলার নিন্দা করেছে। লোকসভা নির্বাচনে বিজেপির বিপর্যয়ের পর সাম্প্রদায়িক আক্রমণের এমন তীব্রতা এই সত্যকে তুলে ধরেছে যে বিজেপি এবং হিন্দুত্ববাদী সাম্প্রদায়িক শক্তি নতুন করে প্রতিহিংসা নিয়ে মেরুকরণের প্রচেষ্টাকে তীব্রতর করবে।

ছত্তিশগড়ের রাজধানী রায়পুরে ষাঁড় বহনকারী তিন মুসলিম ব্যক্তিকে গরু পাচারকারী আখ্যা দিয়ে তথাকথিত গোরক্ষকরা হত্যা করে এবং উত্তরপ্রদেশের আলিগড়ে এক মুসলিম ব্যক্তিকে চুরির অভিযোগে পিটিয়ে হত্যা করা হয়।

মধ্যপ্রদেশের মান্ডালায় মুসলিমদের ফ্রিজ থেকে 'গরুর মাংস' উদ্ধারের অভিযোগের ২৪ ঘণ্টার মধ্যে তাদের ১১টি বাড়ি ভেঙে দেওয়ার কথাও বলা হয়েছে।

বিজেপি এবং অন্যান্য সাম্প্রদায়িক সংগঠনগুলির এই ধরনের অসাধু কূটকৌশলের বিরুদ্ধে দলটি তার সমস্ত ইউনিটকে সতর্ক থাকার আহ্বান জানিয়েছে।

হকার উচ্ছেদ বন্ধ, নয়া পরিকল্পনা ঘোষণা মমতার

আপনজন ডেস্ক: বৃহস্পতিবার নবান্নে মেয়র, জেলাশাসক, পুলিশ সুপারদের সঙ্গে বৈঠক করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। হকার উচ্ছেদ তার লক্ষ্য নয়, তবে রাস্তা ও সরকারি জায়গা জবরদখল কখনোই মানা হবে না বলে ফের স্পষ্ট ভাবে জানিয়ে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, কারও রুটি রুজি কেড়ে নেওয়ার অধিকার সরকারের নেই। কিন্তু পুরো ব্যাপারটার একটা সৌন্দর্য্য বজায় রাখতে হবে। সমস্ত পুরসভা এলাকায় ফুটপাতে হকার বসার সুনির্দিষ্ট নিয়ম করে দেওয়ার তিনি নির্দেশ দিয়েছেন।

মুখ্যমন্ত্রীর মন্তব্য, হকার উচ্ছেদ রাজ্য সরকারের লক্ষ্য নয়। কাউকে বেকার করে দেওয়ার অধিকার আমার নেই। রাজ্য সরকার হাকারদের পাশেই আছে বলে জানান মমতা। মুখ্যমন্ত্রী জানান, এখনই হকার উচ্ছেদ হবে না। হকারদের জন্য ১ মাস সময় দেন তিনি। সঙ্গে জানান, হকারদেরই রাস্তা পরিষ্কার করতে হবে। তবে কোনও এলাকায় নতুন করে হকার বসালে গ্রেফতার হতে হবে। নেতা বা পুলিশ যে-ই হকার বসান, তাকেও গ্রেফতার করা হবে। হকারদের নির্দিষ্ট জোন করে দিতে হবে। আগুন লাগবে না এমন জিনিস দিয়ে স্টল বানাতে হবে। প্রতিটি স্টলের নম্বর থাকবে। এক এক জন হকার এক একটি করেই স্টল পাবেন। বৈধ হকারদের চিহ্নিত করতে পরিচয় পত্র দিতে হবে। স্থানীয় নেতা এবং পুলিশ যাতে হকারদের কাছ থেকে চাঁদা না তোলে সে ব্যাপারে মুখ্যমন্ত্রী কড়া নির্দেশ দিয়েছেন। প্রত্যেক জেলায় হকার জন্য জায়গা চিহ্নিত করতে পুরো সচিব জেলায় জেলায় গিয়ে সমীক্ষা চালাবেন। কলকাতার নিউমার্কেট, গ্র্যান্ড হোটেল, হাতিবাগান চত্বরে হকারদের জন্য বিকল্প ব্যবস্থা করতে কলকাতা পুরসভা ও বিভিন্ন হকার কমিটির সদস্যদের দিয়ে তিন মাসের মধ্যে সমীক্ষা করে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হবে। অন্যদিকে, হকারদের আপাতত একমাস সময় দেওয়া হল। তিনি বলেন, 'এক মাস আপাতত উচ্ছেদ হবে না। তার মধ্যে আমরা আমাদের সার্ভের কাজ চালাব।' মুখ্যমন্ত্রী এদিন বলেন, আগে টাকা নিয়ে রাস্তায় হকার বসাবে। তার পর বুলডোজার দিয়ে তুলে দেবে। এ সরকারের নীতি নয়। হকারদের জীবন ও জীবিকার জন্য রাজ্যে আইন রয়েছে। তিনি যে হকারদের পাশেই আছেন সেই বার্তা দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'হকারদের আমি ভালবাসি কেন জানেন? তার কারণ, রাস্তায় একটা দুর্ঘটনা ঘটলে আর সবাই মুখ ফিরিয়ে চলে গেলেও হকারেরা ছুটে আসেন। ওরা হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা করেন। কোনও মেয়ের সঙ্গে দুর্ব্যবহার হলে প্রতিবাদ করেন। কিন্তু আমি যেটা করছি, সেটা ওদের বিরুদ্ধে নয়। কলকাতাকে সুন্দর করতে হবে। আপনারা সহযোগিতা করুন, সরকার আপনাদের সঙ্গে থাকবেন। পুলিশকে শক্ত হাতে মোকাবিলার করার নির্দেশ দেন মুখ্যমন্ত্রী। পুলিশকে হুঁশিয়ারি দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, পুলিশকে দুর্বল হলে চলবে না। কোনও রাজনৈতিক দল দেখে সিদ্ধান্ত নেবেন না। যে দলেরই লোক হোক অন্যায় করলে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবেন। পুলিশ যদি অন্যায়কে প্রশয় দেয় তো তাকে সঙ্গে সঙ্গে বদলি করে দেওয়া হবে। পাশাপাশি এদিন হকার উচ্ছেদ নিয়ে একটি পাঁচ সদস্যের কমিটিও গড়ে দেন মুখ্যমন্ত্রী। ওই কমিটিতে মেয়র ফিরহাদ হাকিম, মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস সহ হকার ইউনিয়নদের সদস্যদের রাখা হয়েছে।

টাকা নিয়ে প্রশ্ন ফাঁস স্বীকার যোগী-সঙ্গী দলের বিধায়কের

আপনজন ডেস্ক: নিট সহ বেশ কয়েকটি প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস নিয়ে তীব্র বিতর্ক চলছে। তার মধ্যেই সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হওয়া একটি ভিডিওতে প্রশ্নপত্র ফাঁস এবং বিভিন্ন রাজ্যে সরকারি চাকরির জন্য নিয়োগের জন্য টাকা নেওয়ার কথা স্বীকার করলেন উত্তরপ্রদেশে বিজেপির জোটসঙ্গী সুহেলদেব ভারতীয় সমাজ পার্টির (এসবিএসপি) বিধায়ক বেদী রাম। বেদী রামকে ভিডিওতে বলতে শোনা গিয়েছে, অনেকে টাকা দিয়ে তার মাধ্যমে চাকরি পেয়েছেন। উত্তরপ্রদেশের গাজিপুর জেলার জাখানিয়া বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক রামও ভিডিওতে দাবি করেছেন, তার অনেক রাজ্যে যোগাযোগ রয়েছে এবং তিনি ছোটখাটো মামলা নেন না (চাকরির জন্য) এবং বিপুল সংখ্যক লোকের সাথে জড়িত কেবল বড় মামলা গ্রহণ করেন।

এসবিএসপি সভাপতি তথা উত্তরপ্রদেশের মন্ত্রী ওমপ্রকাশ রাজভরের ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত এই সাংসদকে অন্য এক ব্যক্তির সঙ্গে সরকারি চাকরি দেওয়ার জন্য টাকা দেওয়ার বিষয়ে আলোচনা করতেও শোনা যায়।

সূত্রের খবর, বিধায়ককে টাকা দিয়েও সরকারি চাকরি না পেয়ে ওই ভিডিও তৈরি করে রামের কাছে গিয়ে টাকা ফেরত চাইতে বলে এক যুবক।

এসবিএসপি নেতা অরুণ রাজভরের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তাকে পাওয়া না গেলেও এসবিএসপি নেতা অরুণ রাজভর জানিয়েছেন, প্রশ্নপত্র ফাঁসের বিষয়টি বর্তমানে তদন্তাধীন রয়েছে এবং যে কেউ দোষী সাব্যস্ত হলে তাঁকে শাস্তি দেওয়া হবে।

ঘটনাচক্রে, ২০১৪ সালে রেলের নিয়োগ পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসের অভিযোগে বেদী রামকে গ্রেফতার করে জেলে পাঠানো হয়েছিল। বিষয়টি বর্তমানে আদালতে বিচারাধীন। বিরোধীরা বিধায়কের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়েছে এবং অভিযোগ করেছে বিজেপির সঙ্গে রামের ভাল সংযোগ রয়েছে। 'এক্স'-এ কংগ্রেসের একটি পোস্টে লেখা হয়েছে, প্রশ্নপত্র ফাঁসের সঙ্গে জড়িত থাকার কথা স্বীকার করার পরেও কেন বেদী রাম এখনও এনডিএ-তে রয়েছেন?

উত্তরপ্রদেশের বিজেপি নেতারা এই বিষয়ে কোনও মন্তব্য করতে রাজি হননি যেহেতু এটি তদন্ত করা হচ্ছে। রাজ্য বিজেপির এক শীর্ষ নেতার কথায়, দোষী যেই হোক না কেন, শাস্তি পেতেই হবে।

অন্যদিকে, নিট-ইউজি প্রশ্নপত্র ফাঁস কাণ্ডে বৃহস্পতিবার পাটনা থেকে দু'জনকে গ্রেফতার করে সিবিআই। অভিযোগ, মণীশ কুমার ও আশুতোষ কুমার পরীক্ষার আগে মেডিক্যাল প্রবেশিকা পরীক্ষার পরীক্ষার্থীদের নিরাপদে থাকার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন, যেখানে তাদের ফাঁস হওয়া প্রশ্নপত্র এবং উত্তরপত্র দেওয়া হয়েছিল। দু'জনকেই পাটনার বিশেষ আদালতে তোলা হলে বিচারক তাঁদের বিচারবিভাগীয় হেফাজতে পাঠান। সিবিআই এখন তাদের জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আদালতের কাছে রিমান্ড চাইবে।

নিট-ইউজি দুর্নীতি মামলায় তদন্তকারী সিবিআইয়ের একটি দল বৃহস্পতিবার তিন প্রার্থীর বয়ান রেকর্ড করেছে, যারা গুজরাটের গোধরার কাছে একটি বেসরকারি স্কুলে অনুষ্ঠিত মেডিকেল প্রবেশিকা পরীক্ষায় সহায়তা করার জন্য অভিযুক্তকে অর্থ প্রদান করেছিল। তিন পরীক্ষার্থী ও তাদের বাবা-মা ছাড়াও গোধরা সার্কিট হাউসে স্থানীয় জয় জালারাম স্কুলের মালিক দীক্ষিত প্যাটেলকেও জিজ্ঞাসাবাদ করছেন তদন্তকারীরা।

প্রথম নজর

হকারদের তালিকা তৈরি শুরু ব্লকে

সুরজীৎ আদক ● হাওড়া

আপনজন: উলুবেড়িয়া-১নং ও বাগনান-১নং ব্লক প্রশাসনের উদ্যগে জেলাশাসকের নির্দেশ মোতাবেক শুরু হল হকারদের তালিকা সংগ্রহের কাজ।প্রসঙ্গত, বৃহস্পতিবার সমস্ত পুরসভার মেয়র, জেলাশাসক ও পুলিশ কর্তাদের নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী নবান্নের সভাঘরে বৈঠকে বসেন। সেই বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'কারও চাকরি খেয়ে নেওয়ার অধিকার আমার নেই। হকারদের জীবিকা খেয়ে নেওয়ার অধিকারও আমার নেই। ওদেরও সংসার পরিবার রয়েছে। উল্লেখ্য, সরকারি জমি জবরদখল নিয়ে সোমবার বৈঠক করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। সেই বৈঠকের পর সব জায়গায় হকার ও জবরদখল উচ্ছেদ শুরু হয়ে যায়। সোমবারের বৈঠকের ৪৮ ঘণ্টা পর এদিন মুখ্যমন্ত্রী ফের বৈঠক করেন। বৃহস্পতিবার মুখ্যমন্ত্রী ও জেলাশাসকের নির্দেশ মোতাবেক এদিন উলুবেড়িয়া-১নং ব্লকের উলুবেড়িয়া স্টেশন রোডেও বিডিও এইচ এম রিয়াজুল হক-এর নির্দেশ মোতাবেক হকারদের নামের তালিকার কাজ শুরু হয়। বাগনান-১নং ব্লকের মানকুর রোড সংলগ্ন এলাকার হকারদের নামের তালিকা তৈরির কাজ শুরু করেন বিডিও মানস কুমার গিরি। সঙ্গে ছিলেন বাগনান থানার আইসি অভিজিত দাস।

দৌলতাবাদে আগ্নেয়াস্ত্র সহ গ্রেফতার যুবক

রাকিবুল ইসলাম ● দৌলতাবাদ

আপনজন: আগ্নেয়াস্ত্র সহ গ্রেপ্তার এক যুবক। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে বুধবার সন্ধ্যা রাতে মুর্শিদাবাদের দৌলতাবাদ থানার শরসাবাদ তেতুলতলা মোড় সংলগ্ন এলাকায় অভিযান চালায় দৌলতাবাদ থানার ওসি দীপক হালদার সহ তার টিম, ওই এলাকায় অভিযান চালিয়ে সন্দেহভাজন এক যুবককে আটক করে তার কাছে তল্লাশি চালিয়ে উদ্ধার হয় একটি ওয়ান সাটার পিস্তল সহ এক রাউন্ড গুলি,তার পরে ওই যুবককে গ্রেফতার করে পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা যায় ওই এলাকায় অসৎ কাজ করার উদ্দেশ্যে আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে ঘোরাঘুরি করছিল। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে ঐ এলাকায় হানা দিয়ে তাকে গ্রেফতার করা হয়। ধৃত যুবকের নাম হাসানুজ্জামান মন্ডল, তার বাড়ি দৌলতাবাদের শরসাবাদ পশ্চিমপাড়া এলাকায়। ধৃত যুবককে বৃহস্পতিবার বিচারকের কাছে পাঁচ দিনের পুলিশ হেফাজতের আবেদন চেয়ে বহরমপুর জেলা জজ আদালতে তোলা হলে বিচারক দুদিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেন।

লিচু বাগানে অজ্ঞাত লাশ

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হাওড়া

আপনজন: মুর্শিদাবাদ জেলার সুতির কন্দোলিয়া গ্রামে লিচু বাগান থেকে অজ্ঞাত পরিচয় এক ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধার। বৃহস্পতিবার দুপুরে ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়ায় ওই এলাকায়। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় সুতি থানার পুলিশ। মৃত ব্যক্তির নাম পরিচয় জানার চেষ্টা করছে পুলিশ। দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে জন্য পাঠায় সুতি থানার পুলিশ।

পকসোয় অভিযুক্ত হোমের সভাপতিকে ঘিরে ধুন্ধুমার কাণ্ড

জিয়াউল হক ● চুঁচুড়া

আপনজন: পকসো মামলায় অভিযুক্ত হোমের সভাপতিকে নিয়ে ধুন্ধুমার বেঁধে গেল অভিভাবক ও চাইল্ড প্রোটেকশন দফতরের লোকজনের মধ্যে। পুলিশ গেলে পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে ওঠে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে রণক্ষেত্রের চেহারা নিল চন্দননগরের প্রবর্তক সেবা নিকেতন হোম। ভাঙচুরও চলে। হোমে থাকা পড়ুয়াদের একাংশের বিরুদ্ধে পুলিশের উপর ইটবৃষ্টি করার অভিযোগ উঠেছে। পাল্টা পুলিশকেও লাঠি উঁচিয়ে পড়ুয়াদের দিকে তেড়ে যেতে দেখা যায়। অভিভাবকদের অভিযোগ, পুলিশের লাঠির আঘাতে হোমের বেশ কয়েকজন ছাত্রী আহত হয়েছে।

জানা গিয়েছে, চন্দননগরের প্রবর্তক হোমের দেখভাল করেন পরিমল বন্দ্যোপাধ্যায়। এই হোম সরকারি অনুদান প্রাপ্ত। হোমের পরিচালন সমিতির সভাপতি পদে আছেন পরিমল। এই হোমের দুটি ব্লক রয়েছে। একটি ব্লকে দুঃস্থ পরিবার থেকে আসা ছাত্রীরা পড়াশোনা করে। অন্য ব্লকে থাকে চাইল্ড প্রোটেকশন দফতর থেকে আসা উদ্ধার হওয়া মেয়েরা। কয়েকদিন আগেই চাইল্ড প্রোটেকশন আধিকারিকরা ওই হোমের পর্যবেক্ষণে গিয়েছিলেন। সেখানে তাঁরা জানতে পারেন উদ্ধার হওয়া মেয়েদের মধ্যে একজনের সঙ্গে হোমের ওই পরিচালক দুর্ব্যবহার করেছেন। শুক্রবার সরকারি আধিকারিকরা উত্তরপাড়ার একটি হোমে গিয়ে ওই অভিযোগকারিণীকে জিজ্ঞাসাবাদ করেন। তারপর থেকেই পরিমল বন্দ্যোপাধ্যায় আর হোমে যাচ্ছিলেন না। অভিভাবকদের দাবি, তাঁরা খুবই দরিদ্র। শিক্ষা ও দেখভালের জন্য তাঁরা সন্তানদের এখানে রেখেছেন। পরিমল তাঁদের মেয়েদের ভালভাবেই খেয়াল রাখেন। কিন্তু পরিমল কোথায় গেছেন কিছুই বুঝতে পারছেন না তাঁরা।

বারাসতের বিভিন্ন প্রান্তে একের পর এক পুকুর ভরাট হয়ে যাচ্ছে

নিজস্ব প্রতিবেদক ● বারাসত

আপনজন: বিশ্ব উষ্ণায়নের যুগে একটা পুকুর যে এলাকা কে কতটা শান্ত রাখতে পারে আছে তা বোধহয় মানুষ মনে রাখতে পারেন না। অনেক আগে বারাসাত শহরে নদী ছিল কিন্তু সেই সব নদী আজ খাল কিংবা ড্রেনে পরিণত হয়েছে। উষ্ণায়ন নিয়ন্ত্রণে বারাসত শহরে রয়েছে হাতেগোনা কয়েকটা পুকুর। কিন্তু সেই পুকুরও ভরাট হতে চলেছে। একের পর এক পুকুর বারাসাত শহরের বিভিন্ন প্রান্তে ভরাট হচ্ছে। যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে বারাসাত কাজীপাড়ার রেল গেটের আগে যশোর রোডের গায়ে নন্দগড় এর পুকুর।

আনুমানিক প্রায় সাড়ে সাত বিঘা জমির উপরে এই পুকুর। যা এখন সম্পূর্ণটা মাটি হয়ে গেছে অর্থাৎ জমি হয়ে দাঁড়িয়েছে। তার ওপর থেকে রাস্তা বার করে প্লটিং করা হচ্ছে। এই পুকুর পুনরায় পুকুরের মতো করে ফিরিয়ে দিতে হবে এমন আন্দোলনে বারাসাতে যেসব মানুষজন রয়েছেন তারে এসে দাবী করেন পুকুর খুঁড়ে পুকুরের জায়গা ফিরিয়ে দিতে হবে এবং আরো জানান গত এক সপ্তাহ আগে জমির মালিক কে চিঠি দিয়ে নোটিশ করেছে পৌরসভা। কিন্তু মালিকপক্ষ পৌরসভার এই নোটিশের বিরুদ্ধে আবার হাইকোর্টে যাবেন এমনটা জানিয়েছেন সংবাদ মধ্যম কে। কারণ তারা দাবি করছেন এই জমি পুকুর নয়, আসলে ডাঙ্গা ইটখোলা হিসেবে উল্লেখ আছে।
২০১৩ সাল থেকে এই পুকুর ভরাটার চেষ্টা চালাচ্ছে মালিকপক্ষ ২০২১ সালে এই পুকুর। ভড়াটের অভিযোগ আছে বি এল আর দফতরে। তার পরিপ্রেক্ষিতে পুকুর ভরাটের কাজ স্থগিত করেন কিন্তু বারবার বন্ধ এবং স্থগিত করার ফলে বি এল আর ও বিরুদ্ধে হাইকোর্টে যাই মালিকপক্ষ। বি এল আর ও দেওয়া স্থগিতাদেশ এর বিরুদ্ধে স্থগিতাদেশ বার করে নিয়ে আসে হাইকোর্ট থেকে। সেই স্থগিতাদেশে বি এল আর ও র না থাকার সুবিধা নিয়ে গোটা পুকুরটা জমি করে ফেলেছেন মালিকপক্ষ। কার গাফিলতিতে এত বড় পুকুর জমি হয়ে গেল এই নিয়ে প্রশ্ন উঠছে।
উল্টোদিকে পুকুর নতুন করে দেওয়ার দাবিতে আন্দোলন যখন বড় হচ্ছে আর তখনই পুরসভা পুকুর খুঁড়ে ফেলার নোটিশ দেয়। কিন্তু তাও মানতে রাজি নন মালিক পক্ষ। যদিও বি এল আরও র দাবি তিনি শেষ লড়াই পর্যন্ত লড়বেন। এই নিয়ে শাসক দলকে আক্রমণ করেছে বিরোধীরা ।

যুবকের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য

সারিউল ইসলাম ● মুর্শিদাবাদ

আপনজন: এক যুবকের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়ালো রানীতলা থানার অন্তর্গত ফরিদপুর এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে খবর, ফরিদপুর এলাকায় মাঠের মধ্যে একটি কাঁঠাল গাছে ওই যুবকের ঝুলন্ত দেহ দেখতে পেয়ে পুলিশকে খবর দেয় স্থানীয়রা। পুলিশ এসে দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায়।
পরিবার সূত্রে খবর, ফরিদপুর গ্রামের বাসিন্দা রনি শেখ (২১) কাজের জন্য বৃহস্পতিবার সকাল ৭ টার সময় পাথর আনার উদ্দেশ্যে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায়। ঘন্টা দু'য়েক পর সকাল ৯ টা নাগাদ মাঠের একটি কাঁঠাল গাছে ঝুলন্ত অবস্থায় তার দেহ দেখতে পান স্থানীয়রা।
পরিবারের দাবি, যেই গামছা দিয়ে গলায় ফাঁস লাগানো হয়েছে তা তাদের নয়। অর্থাৎ পরিবারের পক্ষ থেকে খুনের অভিযোগ করা হচ্ছে। এই ঘটনা হত্যা নাকি আত্মহত্যা, তার তদন্ত শুরু করেছে রানীতলা থানার পুলিশ।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

উচ্ছেদের বিরুদ্ধে মহিলা বিক্ষোভ, বাধার মুখে পুলিশ প্রশাসন

চন্দনা বন্দ্যোপাধ্যায় ● সোনারপুর

আপনজন: আমরা লক্ষ্মীর ভান্ডার চাই না, ব্যবসা করে খেতে চাই। সোনারপুরে বিক্ষোভ দেখিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায়ের কাছে করজোড়ে অনুরোধ মহিলাদের। বেআইনি দখল সরাতে গিয়ে সোনারপুরে বাধার মুখে পুলিশ সহ প্রশাসনিক আধিকারিকরা। সোনারপুর বাজার এলাকায় বৃহস্পতিবার উচ্ছেদ অভিযান শুরু হয়।আর শুরু হতেই বাধা দেন মহিলারাই। তাদের বক্তব্য এই ব্যবসা করে তারা যেমন সংসার চালান তেমনি বাচ্ছাদের পড়ার খরচও চালাতে হয়। তাই তাদের যাতে উচ্ছেদ না হয় সেই দাবি জানান তারা।এর ফলে কিছু সময়ের জন্য উচ্ছেদ অভিযান বন্ধ থাকলেও ফের শুরু হয় উচ্ছেদ অভিযান।এব্যাপারে জানা যায় সরকারি নির্দেশ মেনে বেআইনি দোকান পাট উচ্ছেদ করা হচ্ছে।

ফের ছেলেধরা সন্দেহে ভবঘুরেকে গণধোলাই

এম মেহেদী সানি ● বারাসত

আপনজন: উত্তর ২৪ পরগনা জেলার পেট্রাপোল থানার নরহরিপুর হরি মন্দির এলাকায় বৃহস্পতিবার সকালে এক ভবঘুরেকে দেখে ছেলে ধরা সন্দেহে গন ধোলাই দিল স্থানীয়রা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় পেট্রাপোল থানার পুলিশ। মার মুখী মানুষের হাত থেকে পুলিশ ওই যুবককে উদ্ধার করে। পুলিশ সূত্রে খবর, তার শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল। কিছুটা মানসিক ভারসাম্যহীন সে। বনগাঁ পেট্রোল থানার ওসি উৎপল সাহা বলেন ওই ভারসাম্যহীন মানসিক ব্যক্তির নাম রমজান আলী ৩০ বছর বয়স, বাড়ি দক্ষিণ দিনাজপুরে, এদিন ঘোরাঘুরি করছিল ওই এলাকায় তবে কিভাবে দক্ষিণ দিনাজপুর থেকে বনগাঁর পেট্রাপোল এলো পুলিশ তদন্ত করে দেখছে।

এখনো পর্যন্ত গণপিটুনির ঘটনায় পাঁচজনকে গ্রেফতার করেছে পেট্রাপোল থানা পুলিশ। গত এক সপ্তাহে বনগাঁ গাইঘাটা ও পেট্রাপোল থানায় এলাকায় এই তিনটি ঘটনায় মোট ১৪ জনকে গ্রেফতার করেছে। বনগাঁ গাইগাটা ও পেট্রাপোল থানার পুলিশ।

হাসপাতালের সামনে ট্রলি থেকে পড়া মাটিকে মরণ ফাঁদ করে তুলছে বৃষ্টি

বাইজিদ মণ্ডল ● ডায়মন্ড হারবার

আপনজন: ডায়মন্ড হারবার ১ নম্বর ব্লকে বাসুল ডাঙ্গা অঞ্চলের পঞ্চগ্রাম হসপিটাল এলাকার গ্রামীণ পাকা রাস্তার উপর মাটি বহন করা ট্রলি থেকে পড়া মাটি, সামান্য বৃষ্টিতে ভিজে সৃষ্টি হয়েছে কাদা। এতে রাস্তাগুলো কাদা মাটিতে একাকার হয়ে বেহাল দশার সৃষ্টি হয়েছে।
মোটর সাইকেলের চাকা স্লীপ করে দূর্ঘটনার শিকার হতে হচ্ছে। রাজ্য সরকার কয়েক দিন আগে ঘোষণা করেন সরকারি জায়গার উপর কোনো প্রকার জবর দখল ও বেআইনি কাজ করা যাবে না।এই কারনে বে আইনি মাটি ব্যবসায়ীদের উপর ক্ষোভ বেড়েছে পথচারীদের।বৃহস্পতিবার ২৭ শে জানুয়ারি ২০২৪ সকালে দেখা গেছে বাসুল ডাঙ্গা অঞ্চলের পঞ্চগ্রাম রুরাল হসপিটাল মোড় এলাকার রাস্তার পাশ্ববর্তী রাস্তাগুলোয় এমন দৃশ্য।
বৃহস্পতিবার সকালে সামান্য বৃষ্টির পর থেকে রাস্তাগুলোতে কাদা মাটি ভিজে একাকার হয়ে যায়। ফলে এসব রাস্তা দিয়ে
চলাচল করা কষ্টকর হয়ে পড়ে। সবচেয়ে বেশি দুর্ভোগের শিকার হয় মোটরসাইকেল ও ছোট ছোট গাড়ির চালকরা। বিশেষ করে ইমার্জেন্সী রুগীদের চরম ঝুঁকি নিয়ে পৌঁছাতে হচ্ছে হসপিটালে।

পাকা রাস্তার উপর ভিজা কাদা-মাটিতে একাকার হয়ে সৃষ্টি হয়েছে এক মরণ ফাঁদ।
এসব রাস্তা দিয়ে গাড়ি চলাচল তো দূরের কথা, হেঁটে পথ পাড়ি দিতেও চরম বিড়ম্বনার মধ্যে পড়তে হচ্ছে পথচারীদের।
স্থানীয়দের অভিযোগ মাটি ব্যবসায়ীদের লাইন্সেবিহীন ট্রাক্টর-ডাম্পার, ট্রলি পাকা রাস্তা দিয়ে নিয়মিত মাটি বহন করে থাকে। এই ট্রলি থেকে মাটি পড়ে রাস্তার বেহাল দশার সৃষ্টি হয়। এই মাটি রোদের সময় ধুলা আর বৃষ্টির সময় পিচ্ছিলকর কাদায় পরিনত হয়। এখন সামান্য বৃষ্টি হওয়াতে পাকা রাস্তাগুলো কাদাময় হয়ে পড়েছে, চলাচলসহ নিত্য প্রয়োজনীয় কাজে বেড়েছে দুর্ভোগ। এক মোটরসাইকেল চালক জানান মাটিবাহি যানবাহন থেকে রাস্তায় পড়ে যাওয়া মাটি রোদের সময় রাস্তায় শুকিয়ে ধুলা আর বর্ষায় কাঁদা হয়ে থাকে, দেখে বুঝার উপায় থাকে না এটা পিচের রাস্তা!
এলাকাবাসী জানিয়েছেন জনগুরুত্বপূর্ণ এই রাস্তা গুলোতে যদি এখনই কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা না যায়, আর এ অবস্থা যদি চলতে থাকে, তাহলে এই রাস্তাগুলো মাটি বাহি ট্রলির কারণে একেবারেই চলাচলের অনুপযোগী হয়ে পড়বে। বর্ষার শুরুতে দূর্ভোগ বেশি বাড়ে, এজন্য এখনই প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া জরুরী হয়ে পড়েছে। না হলে বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। মাটি বহন করা ট্রলি চালকদের বিরুদ্ধে দ্রুত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট প্রশাসন কর্তৃপক্ষের কাছে হস্তক্ষপ কামনা করেন ভূক্তভোগী পথচারীরা।

রাসায়নিক সার খাইয়ে সাতটি গরুকে হত্যা

সেখ মহম্মদ ইমরান ● কেশপুর

আপনজন: রাসায়নিক খাইয়ে পশু হত্যার মারাত্মক অভিযোগ উঠল কেশপুরে! গবাদি পশু হত্যাকে কেন্দ্র করে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে।ঘটনাটি ঘটেছে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত কেশপুর ব্লকের ১৫ নম্বর এনায়েতপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বড়পসা এলাকায়। জানা গেছে, বৃহস্পতিবার বিকেলে বড়পসার মাঠে গরুতে ধান খেয়ে নেওয়ার জন্য, ইউরিয়া জল করে রেখে দিয়ে গিয়েছিল পার্শ্ববর্তী গ্রামের চাষী শেখ পিয়ার আলী। প্রখর রোদ্রে মাঠে গরু চরার সময় সামনে জল পেয়ে তৃষ্ণা নিবারণ করে।
আর তার কিছুক্ষণের মধ্যেই হঠাৎই ধান জমির দিকে যাওয়া গরুগুলি মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। ছুটে আসেন মাঠের লোকজন, এসে দেখে যন্ত্রণায় কাতর খাচ্ছে গরুগুলি। যাদের গরু তাদের কেউ খবর দেওয়া হয়, মাঠে গিয়ে দেখে কিছুক্ষণের মধ্যেই গরুগুলি মারা যায়। জানা গেছে, ইতিমধ্যেই মৃত্যু হয়েছে ৭ টি গরুর, বেশ কয়েকটি গরু এখন আহত রয়েছে।
অভিযোগের তীর পাশের গ্রামের শেখ পিয়ার আলীর দিকে, যার বিরুদ্ধে অভিযোগ! ঘটনা ঘটার কিছুক্ষণ পর থেকেই বেপাত্তা তিনি। খবর দেওয়া হয় পুলিশ প্রশাসন কেও।
এলাকায় গিয়ে গরুগুলিকে উদ্ধার করে নিয়ে যায় পুলিশ। তবে যাদের গরু মারা গেছে এবং গ্রামবাসীরা সকলেই অভিযুক্ত ব্যক্তির উপযুক্ত শাস্তির দাবিতে সরব হয়েছে। পাশাপাশি গরুগুলি মারা যাওয়ার ক্ষতিপূরণেরও দাবি জানিয়েছেন গরুর মালিকেরা। অভিযুক্তের খোঁজ চালাচ্ছে কেশপুর থানার পুলিশ।

ফুটপাতে দোকানপাট উচ্ছেদ শুরু বোলপুরে

আমীরুল ইসলাম ● বোলপুর

আপনজন: বোলপুর শহরে যানজট এড়াতে যে সকল ব্যবসায়ীরা ফুটপাত ঘিরে ব্যবসা করছিলেন তাদেরকে পৌরসভা মাইকিং করার পর ও ফুটপাত ব্যবসায়ীরা কোন প্রকার সহযোগিতা না করায়। আজ সকাল থেকে শুরু হয়েছে ফুটপাত উচ্ছেদ এই ফুটপাত উচ্ছেদকে ঘিরে বোলপুরে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। এই ফুটপাত উচ্ছেদে উপস্থিত ছিলেন বোলপুর পৌরসভার চেয়ারম্যান মানানিয়া পর্ণা ঘোষ, ভাইস চেয়ারম্যান ওমর শেখ সহ বোলপুরের বাইশটা ওয়ার্ডের কাউন্সিলরগণ। এছাড়া এই উচ্ছেদে যাহাতে কোন অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে তার জন্য বোলপুর প্রশাসনের পক্ষ থেকে সব রকমের সহযোগিতা করা হয়। অনেক ব্যবসায়ী আবার অভিযোগ করেছেন যে আমাদেরকে সময় দেওয়া হয়নি। অনেক ফুটপাত ব্যবসায়ী আবার কান্নায় ভেঙে পড়েন যে আমাদের রুজি রোজগারের আর কোন পথ নেই কিভাবে আমাদের সংসার চলবে ।তবে অনেকে আশাবাদী যদি বোলপুরে ফুটপাত উচ্ছেদ অভিযান সফল হয় তাহলে অন্তত পক্ষে হেরিটেজ শহর বোলপুরে আর যানজটের সমস্যা থাকবে না। এছাড়া ড্রেনে জল নিষ্কাশনের সুব্যবস্থা হবে কারণ বর্ষার সময় জল ড্রেন থেকে বের হয়ে রাস্তায় অতিবাহিত হয় তার ফলে সাধারণ মানুষের যাতায়াতের অসুবিধা হয়ে থাকে। বোলপুর শহরে জল নিষ্কাশনের ব্যবস্থা একমাত্র ড্রেনের উপর নির্ভর করে।

শিক্ষায় বেহাল পরিকাঠামোর বিরুদ্ধে জেলা শাসকের দফতরে বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদক ● সোদপুর

আপনজন. শিক্ষায় দুর্নীতি ও বেহাল পরিকাঠামোর প্রতিবাদে জেলা শাসকের দফতরে এআইডিএসও-র বিক্ষোভ ঘিরে উত্তেজনা, পুলিশের ব্যারিকেড ভেঙে দফতরে ঢোকার চেষ্টা, পুলিশের সাথে ধাক্কাধাক্কি ।
শিক্ষা ক্ষেত্রে ব্যপক দুর্নীতি ও বেহাল পরিকাঠামোর প্রতিবাদে আজ বাঁকুড়ার জেলা শাসকের দফতরে এ আই ডি এস ও র বিক্ষোভকে ঘিরে উত্তেজনা ছড়াল। এদিন মিছিল করে এ আই ডি এস ও জেলা শাসকের দফতরে ঢোকার চেষ্টা করলে পুলিশ ব্যারিকেড তৈরী করে মিছিল আটকায়। আন্দোলনকারীরা ব্যারিকেড ভেঙে দফতরে ঢোকার চেষ্টা করলে পুলিশের সাথে কার্যত ধাক্কাধাক্কি হয় আন্দোলনকারীদের।
শিক্ষকের অভাবে রাজ্য জুড়ে একের পর এক স্কুল বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। বন্ধ বহু কলেজের পঠন পাঠন। কলেজে ভর্তির ক্ষেত্রে জটিলতার শিকার হচ্ছে পড়ুয়ারা। পরিকাঠামোর অভাবে ধুঁকছে

অধিকাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। নেট ও নিটের মতো সর্বভারতীয় পরীক্ষায় একের পর এক দুর্নীতি সামনে আসছে। এরজন্য দায়ী কেন্দ্রের ও রাজ্যের শিক্ষানীতি। অবিলম্বে সেই শিক্ষানীতি বদলের দাবীতে আজ বাঁকুড়ায় জেলা শাসক দফতর অভিযানের ডাক দেয় এ আই ডি এস ও। সকালে বাঁকুড়া শহরের তামলীবাঁধ ময়দানে ওই ছাত্র সংগঠনের কর্মীরা জমায়েত করে সেখান থেকে নিজেদের দাবীতে মিছিল শুরু করেন। সংগঠনের কর্মী সমর্থকদের মিছিল শহর পরিক্রমা করে বাঁকুড়ার জেলা শাসকের দফতরের দিকে যেতেই পুলিশ ব্যারিকেড তৈরী করে মিছিলের পথ আটকায়। ব্যারিকেড ভেঙে এ আই ডিএসও কর্মীরা জেলা শাসকের দফতরের দিকে এগোনোর চেষ্টা করলে পুলিশের সঙ্গে কার্যত ধাক্কাধাক্কি শুরু হয় এ আই ডি এস ও কর্মীদের ।
পরে সেখানেই বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন কর্মীরা। এ আই ডি এস ও র দাবী অবিলম্বে দাবীপূরণ না হলে আগামীদিনে আরো বৃহত্তর আন্দোলন হবে।

আত্মীয়র বাড়িতে এসে মুণ্ডেশ্বরী নদীতে স্নানে গিয়ে ডুবে মৃত্যু যুবকের

মোল্লা মুয়াজ ইসলাম ● বর্ধমান

আপনজন: আত্মীয় বাড়িতে এসে নদীতে স্নান করতে নেমে মৃত্যু হল এক যুবকের।
ঘটনাটি ঘটেছে বুধবার পূর্ব বর্ধমান জেলার মাধবডিহী থানার গোতান অঞ্চলে হদিলপুরে ঘাটের কাছে। জানা যায় উত্তর চব্বিশ পরগনার বাসিন্দা ২৭, ২৮ বছরের আবজাল ইকবাল রায়না ২ ব্লকের কামারহাটিতে আত্মীয়র বাড়িতে এসেছিলেন অনুষ্ঠান উপলক্ষে। কয়েকজন মিলে হদিলপুরে মুণ্ডেশ্বরী নদীতে স্নান করতে যায়। সূত্র মারফত জানা যায় কিছুক্ষণ পর জলে তলিয়ে যাই আবজাল। সকলের চেঁচামেচিতে আশেপাশের লোকজন গিয়ে উদ্ধার কাজে হাত লাগান এবং মাধবডিহি থানায় খবর দেওয়া হলে। ঘটনাস্থলে পৌঁছায় পুলিশ।
এরপর ঐ যুবককে উদ্ধার করে হসপিটালে নিয়ে গেলে মৃত বলে ঘোষণা করে কর্তব্যরত চিকিৎসক। এই মর্মান্তিক মৃত্যুতে শোকের ছায়া নেমে এসেছে গোটা এলাকায়।

প্রথম নজর

পাকিস্তানে তীব্র তাপপ্রবাহ, ছয় দিনে পাঁচ শতাধিক মৃত্যু

আপনজন ডেস্ক: তীব্র তাপপ্রবাহে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে করাচিসহ দক্ষিণ পাকিস্তানের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা। দেশটিতে গত ছয়দিনে তীব্র তাপপ্রবাহ ও মাত্রাতিরিক্ত লোডশেডিংয়ের কবলে পড়ে ৫ শতাধিক মানুষের মৃত্যু হয়েছে। এর মধ্যে একদিনেই উদ্ধার করা হয়েছে প্রায় দেড়শো জনের মরদেহ। পাকিস্তানের সিন্ধ প্রদেশের আবহাওয়া অফিস জানিয়েছে, গত দুই দিন করাচিসহ আশপাশের এলাকার তাপমাত্রা ৪১.৩ ডিগ্রি রেকর্ড করা হয়েছে, অনুভূত তাপমাত্রা প্রায় ৫০ ডিগ্রি সেলসিয়াস। দেশটির ইধি (Edhi) অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবা জানিয়েছে, তাপমাত্রা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রাণহানির সংখ্যাও বেড়েছে। তারা করাচি শহরের মর্গে প্রতিদিন প্রায় ৩০ থেকে ৪০ জনের লাশ নিয়ে আসছে। ইধি সূত্র জানিয়েছে, গত ছয় দিনে তারা প্রায় ৫৬৮ টি মৃতদেহ মর্গে এনেছে। এরমধ্যে শুধু মঙ্গলবার একদিনে এনেছে ১৪১ জনের মরদেহ। প্রতিটি ক্ষেত্রে মৃত্যুর কারণ ঠিক হিটস্ট্রোক কিনা, তা নিশ্চিত করতে পারেনি ইধি অ্যাম্বুলেন্সে পরিষেবা।

পাকিস্তানের ডন পত্রিকার প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে, শহরের রাস্তা থেকে জরুরি পরিষেবাগুলো গত তিনদিনে প্রায় ৩০ জনের মরদেহ উদ্ধার করেছে। এগুলো হত্যাকাণ্ড নাকি হিটস্ট্রোকের শিকার তা নিশ্চিত করতে পারেনি কর্তৃপক্ষ।

পুলিশ সার্জন সুমাইয়া সৈয়দ জানিয়েছেন, তাদের শরীরে কোনো আঘাতের চিহ্ন নেই। অনেকেই সন্দেহভাজন মাদকাসক্ত। তাই প্রতিটি ক্ষেত্রে ঘটনা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। এদিকে উচ্চ তাপমাত্রার মধ্যেই করাচির বাসিন্দারা লোডশেডিংয়ে ভুগছে। ফলে তাদের পরিস্থিতি আরও খারাপ হয়ে যাচ্ছে। এতে বৃদ্ধ ও অসুস্থতা হিটস্ট্রোকে আক্রান্ত হচ্ছেন বেশি। হিটস্ট্রোকে আক্রান্ত হয়ে প্রতিদিন হাসপাতালে ভর্তি হচ্ছে শত শত লোক। করাচির সিভিল হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, গত রোববার থেকে বুধবারের মধ্যে হিটস্ট্রোকে আক্রান্ত ২৬৭ জনকে ভর্তি করা হয়েছে। হাসপাতালটির জরুরি বিভাগের প্রধান ডা. ইমরান সারওয়ার শেখ জানান, তাদের মধ্যে বারোজন মারা গেছে। তিনি বলেন, আমরা যাদেরকে হাসপাতালে আসতে দেখেছি তাদের বেশিরভাগই তাদের বয়স ৬০ বা ৭০ এর মতো। বেশির ভাগই বমি, ডায়রিয়া ও উচ্চ জ্বরের উপসর্গ নিয়ে আসছেন।

মালদ্বীপের প্রেসিডেন্টকে কালো জাদু করার অভিযোগে মন্ত্রী গ্রেফতার

আপনজন ডেস্ক: মালদ্বীপের প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ মুইজ্জুর ওপর 'কালো জাদু' করার অভিযোগে পরিবেশ বিষয়ক প্রতিমন্ত্রীকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। গ্রেফতারকৃত ওই মন্ত্রীর নাম ফাথিমাত শামনাজ আলী সালিম। তিনি ভারত মহাসাগরীয় এই দেশটির পরিবেশ, জলবায়ু পরিবর্তন ও জ্বালানি বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী। দেশটির পুলিশ জানিয়েছে, রোববার রাজধানী মালে থেকে প্রতিমন্ত্রী ফাথিমাথ শামনাজ আলী সেলিমসহ আরো দুজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। পুলিশ আরো জানিয়েছে, তাকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য এক সপ্তাহের জন্য হেফাজতে পাঠানো হয়েছে। তবে এ বিষয়ে বিস্তারিত জানানো হয়নি। মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ মালদ্বীপের আইন অনুযায়ী, জাদুটোনা করা ফৌজদারি অপরাধের মধ্যে পড়ে না। তবে ইসলামিক আইনের অধীনে এই মন্ত্রীর ছয় মাসের কারাদণ্ড হতে পারে। স্থানীয় গণমাধ্যম দ্য সানের

এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, প্রেসিডেন্ট ডঃ মোহাম্মদ মুইজ্জুর ওপর কালো জাদু করার অভিযোগে শামনাজকে গ্রেফতার করা হয়েছে বলে খবর পাওয়া গেছে। পুলিশ এ বিষয়টি স্বীকারও করেনি আবার অস্বীকারও করছে না। জলবায়ু সংকটের প্রথম সারিতে থাকা দেশটিতে তিনি একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে ছিলেন। জাতিসংঘের পরিবেশ বিশেষজ্ঞরা ইতোমধ্যেই সতর্ক করেছেন যে, জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সমুদ্রের পানির উচ্চতা বৃদ্ধি এই শতাব্দীর শেষের দিকে মালদ্বীপকে বসবাসের অযোগ্য করে তুলতে পারে।

ফের ধর্মঘটের পথে ইংল্যান্ডের চিকিৎসকরা

আপনজন ডেস্ক: যুক্তরাজ্যে আগামী ৪ জুলাই অনুষ্ঠিত হবে জাতীয় নির্বাচন। এই আবহের মধ্যেই ফের ধর্মঘট ডেকেছেন দেশটির প্রধান রাজ্য ইংল্যান্ডের জুনিয়র চিকিৎসকরা।

এক প্রতিবেবেদনে সংবাদমাধ্যম বিবিসি জানিয়েছে, আজ বৃহস্পতিবার বেতন-ভাতা বৃদ্ধির দাবিতে ধর্মঘটের ঘোষণা দিয়েছেন যুক্তরাজ্যের সরকারি স্বাস্থ্যসেবা দপ্তর ন্যাশনাল হেলথ সার্ভিস (এনএইচএস) ইংল্যান্ড শাখার আওতাভুক্ত বিভিন্ন হাসপাতালের জুনিয়র চিকিৎসকরা।

সেই ঘোষণা অনুযায়ী, বিশেষজ্ঞ বা কনসালটেন্ট পর্যায়ের নিচে থাকা সব চিকিৎসক আগামী ৫ দিন তাদের পেশাগত দায়িত্ব পালন থেকে বিরত থাকবেন।

চিকিৎসক নেতারা জানিয়েছেন, যৌক্তিক বেতন-ভাতার দাবিতে গত ১৮ মাস ধরে আন্দোলন চালিয়ে আসছেন জুনিয়র চিকিৎসকরা। সেই ধারাবাহিকতাতেই ঘোষণা করা হয়েছে এই কর্মসূচি।

করোনা মহামারির পর থেকে মূল্যস্ফীতি শুরু হয়েছে যুক্তরাজ্যে। খাদ্য, আবাসন, বিদ্যুৎসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় সব জিনিসপত্রের দাম বাড়ছে; কিন্তু সেই অনুপাতে জুনিয়র চিকিৎসকদের বেতন-ভাতা বৃদ্ধি করেনি সরকার।

ফলে ব্যাপক অর্থনৈতিক চাপে থাকা এই চিকিৎসকরা মূল বেতন ৩৫ শতাংশ বৃদ্ধির দাবিতে ২০২২ সালের নভেম্বর থেকে আন্দোলন শুরু করেন। এর মধ্যে সরকারের সঙ্গে তাদের কয়েক বার আলোচনা হয়েছে, কিন্তু ঐকমত্যে পৌঁছাতে পারেনি কোনো পক্ষই।

এদিকে চিকিৎসকদের টানা আন্দোলন কর্মসূচির জেরে ভুক্তভোগী হচ্ছেন দেশটির সাধারণ জনগণ। সাধারণ অসুখ বা শারীরিক সমস্যায় আক্রান্তদের থেকে শুরু করে ক্যানসারের রোগীরাও যথাযথ চিকিৎসা সেবা পাচ্ছেন না। সার্জারির রোগীদের চিকিৎসাও সময়মতো হচ্ছে না।

চিকিৎসক নেতারা জানিয়েছেন, প্রধানমন্ত্রী ও ক্ষমতাসীন কনজারভেটিভ পার্টির শীর্ষ নেতা ঋষি সুনাক যদি তাদের দাবির প্রতি আন্তরিক হন এবং আলোচনার টেবিলে আসনে– তাহলে তারা কর্মসূচি প্রত্যাহার করে নেবেন। প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর থেকে এ পর্যন্ত এ প্রসঙ্গে কোনো প্রতিক্রিয়া জানানো হয়নি। বিরোধী দল লেবার পার্টির মুখপাত্র ওয়েস স্ট্রিটিং এ প্রসঙ্গে এএফপিকে বলেন, জুনিয়র চিকিৎসকদের বেতন ৩৫ শতাংশ বৃদ্ধির প্রস্তাবের সঙ্গে তারাও একমত নন, কিন্তু দাবিকে একটি 'যৌক্তিক পর্যায়ে' আনতে তারা চিকিৎসকদের সঙ্গে আলোচনা চালিয়ে যেতে আগ্রহী।

ফিলিস্তিনি নারীর ওপর কুকুর লেলিয়ে নির্যাতন ইসরায়েলি সেনাবাহিনীর

আপনজন ডেস্ক: প্রায় ৯ মাস ধরে গাজা উপত্যকায় ইসরায়েলের অব্যাহত হামলা যেন অতীতের সব নৃশংসতার রেকর্ড ভেঙে ফেলেছে। দীর্ঘ এ হামলায় অনবরত বোমা ফেলে গাজাকে ধ্বংসযজ্ঞে পরিণত করেছে ইহুদিবাদী সেনারা। এরই মধ্যে নারী, শিশুসহ ৩৭ হাজার ৬০০ জনের বেশি বাসিন্দাকে হত্যা করেছে তারা। বাস্তুচ্যুত হয়েছে লাখ লাখ মানুষ। ক্ষুধা-অনাহারে ধুঁকছে অধিকাংশ বসতি।

এবার নৃশংসতার আরেক অধ্যায় দেখিয়েছে ইসরায়েলি সেনারা। উত্তর গাজার জাবালিয়া উদ্বাস্তু শিবিরে ইসরায়েলি সেনাবাহিনী ৬৬ বছর বয়স্ক এক ফিলিস্তিনি নারীর ওপর লেলিয়ে দিয়েছে প্রশিক্ষিত কুকুর। এই হিংস্র জানোয়ারের হামলায় ক্ষতবিক্ষত হয়েছেন ওই নারী।

ফিলিস্তিনি এক নারীর ওপর লেলিয়ে দিয়েছে প্রশিক্ষিত কুকুর। এই হিংস্র জানোয়ারের হামলায় ক্ষতবিক্ষত হয়েছেন ৬৬ বছর বয়সী ওই নারী।

জানা গেছে, সংবাদমাধ্যম আল জাজিরার এক্সে হ্যান্ডলে প্রকাশিত ভিডিওটি ইসরায়েলি সেনাবাহিনীর স্থাপিত ক্যামেরা থেকে ফাঁস হয়েছে। এতে দেখা যায়, ইসরায়েলি বাহিনীর কুকুরটি এক ফিলিস্তিনি নারীকে তার বাড়ির ভেতরেই কামড়ে ক্ষতবিক্ষত করছে।

দাওলত আবদুল্লাহ আল তানানি নামের ওই নারীর ওপর যখন কুকুরটি হামলা করে, তখন তিনি নিজের বাড়িতে ঘুমিয়ে ছিলেন। সে সময় ইসরায়েলি সেনা সদস্যরা আসেন এবং তার ওপর কুকুর লেলিয়ে দেন। এতে তার শরীরের বিভিন্নস্থানে ক্ষত তৈরি হয়েছে। এতেই ক্ষান্ত থাকেনি সেনারা। তারাও হামলায় চালিয়েছে। শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ থেঁতলে দিয়েছে তারা।

তিনি বলেন, আমি বাড়ি থেকে বের হতে অস্বীকার করেছি। আমি বাড়িটি খালি করব না। ফলে ইসরায়েলিরা আমার ওপর কুকুর লেলিয়ে দেয়।

তিনি বলেন, তিনি কুকুরের কামড়ের যন্ত্রণা এখনো পোহাচ্ছেন। কোনো ওষুধও পাওয়া যাচ্ছে না।

যুক্তরাজ্যে নিয়োজিত ফিলিস্তিনি রাষ্ট্রদূত হুসাম জুমলত সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে বলেন, "জাবালিয়া সিটিতে নিজ বাড়িতে ৬৬ বছর বয়স্ক এক ফিলিস্তিনি নারীর ওপর ইসরায়েলি সেনাবাহিনীর কুকুরের হামলা ও মারাত্মকভাবে কামড়ের ফুটেজটি ভয়াবহ।"

ডিফেন্স ফর চিলড্রেন ইন্টারন্যাশনাল- প্যালেস্টাইন (ডিসিআইপি) ফেব্রুয়ারিতে এক প্রতিবেদনে জানায়, পশ্চিম তীরে ৪ বছর বয়স্ক এক ফিলিস্তিনি শিশু ইব্রাহিম হাসাশের ওপর কুকুর লেলিয়ে দিয়েছিল ইসরায়েলি সেনাবাহিনী। কুকুরটি ওই অ্যাপার্টমেন্টে প্রবশে করে এবং ইব্রাহিমকে তার মায়ের কোল থেকে নামিয়ে আক্রমণ করে। কুকুরটি তার পোশাক ছিঁড়ে ফেলে, দেহের বিভিন্ন অংশে কামড়ায়।

লেবাননের পাশে থাকবে তুরস্ক: এরদোগান

আপনজন ডেস্ক: ইসরায়েলের সঙ্গে উত্তেজনা বৃদ্ধির মধ্যে লেবাননের পাশে তুরস্ক থাকবে বলে জানিয়েছেন তুর্কি প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়্যিপ এরদোগান। এ ছাড়া বৈরুতকে সমর্থন দিতে মধ্যপ্রাচ্যের অন্যান্য দেশের প্রতিও আহ্বান জানান তিনি।

বুধবার (২৬ জুন) তুর্কি সংসদে বক্তব্য দেয়ার সময় এরদোগান বলেন, ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু গাজা যুদ্ধকে এই অঞ্চলে ছড়িয়ে দেয়ার পরিকল্পনা করেছেন। গাজাকে ধ্বংস ও পুড়িয়ে ফেলার পর ইসরায়েল এখন লেবাননের দিকে নজর দিয়েছে। আমরা দেখতে পাচ্ছি পশ্চিমা দেশগুলো পর্দার আড়ালে ইসরায়েলকে সমর্থন দিচ্ছে।

মধ্যপ্রাচ্যজুড়ে যুদ্ধ ছড়িয়ে দিতে যে পরিকল্পনা ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন করেছেন, তা পুরো অঞ্চলকে বড় বিপর্যয়ের দিকে নিয়ে যাবে। তবে তুরস্ক লেবাননের ভ্রাতৃপ্রতীম জনগণ ও রাষ্ট্রের পাশে রয়েছে। আমি এই অঞ্চলের অন্যান্য দেশকে লেবাননের সঙ্গে সংহতি প্রকাশ করার আহ্বান জানাচ্ছি। তুর্কি প্রেসিডেন্ট সতর্ক করে বলেছেন, এই অঞ্চলে যুদ্ধ ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য নেতানিয়াহুর পরিকল্পনা রয়েছে। তার এই পদক্ষেপ এই অঞ্চলটিকে বিপর্যয়ের দিকে নিয়ে যাবে।

গাজায় ধ্বংসস্তূপের নিচে রয়েছে হাজার হাজার নিখোঁজ শিশুর লাশ: ইউনিসেফ

আপনজন ডেস্ক: অবরুদ্ধ গাজা ভূখণ্ডে ধ্বংসস্তূপের নিচে হাজার হাজার নিখোঁজ ফিলিস্তিনি শিশুর মরদেহ রয়েছে বলে মন্তব্য করেছে জাতিসংঘের শিশু নিরাপত্তা ও অধিকার বিষয়ক সংস্থা ইউনিসেফ। টানা আট মাসেরও বেশি সময় ধরে ইসরায়েল এই ভূখণ্ডে আগ্রাসন চালাচ্ছে। বর্বর এই আগ্রাসনে গাজায় এরইমধ্যে প্রায় ৩৮ হাজার মানুষ প্রাণ হারিয়েছেন।

বৃহস্পতিবার (২৭ জুন) এক প্রতিবেদনে এই তথ্য জানিয়েছে সংবাদমাধ্যম আল-জাজিরা।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, গাজায় 'হাজার হাজার নিখোঁজ শিশুর লাশ ধ্বংসস্তূপের নিচে চাপা পড়ে আছে' বলে ইউনিসেফের ডেপুটি এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর টেড চাইবান জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদকে জানিয়েছেন।

সশস্ত্র সংঘাতে শিশুদের বিরুদ্ধে সহিংসতা ও অধিকার লঙ্ঘনের বিষয়ে জাতিসংঘ প্রধানের সাম্প্রতিক প্রতিবেদনের ওপর জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের বিশেষ সভায় বক্তৃতা করার সময় টেড চাইবান একথা বলেন।

তিনি বলেন, '২০২৩ সালে ৪ হাজার ৩১২ ফিলিস্তিনি এবং ৭০ জন ইসরায়েলি শিশু নিহত হয়েছে বা পঙ্গু হয়ে গেছে বলে নিশ্চিত হওয়া গেছে, যা প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্ত হত্যা এবং পঙ্গুত্বের সমস্ত যাচাইকৃত ঘটনার ৩৭ শতাংশ।' টেড চাইবান আরও বলেন, কিন্তু ধ্বংসস্তূপের নিচে চাপা পড়ে থাকা শিশুদের সংখ্যা এবং মানবতাবাদী সংস্থা ও ব্যক্তিদের সেখানে প্রবেশ করতে না দেওয়ার অর্থ হলো গাজায় নিহত শিশুদের আরও হাজার হাজার ঘটনাকে প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্ত করতে পারেনি জাতিসংঘ।

এদিকে গাজায় চলমান ইসরায়েলি আগ্রাসনের মধ্যে ২০ হাজারের বেশি ফিলিস্তিনি শিশু নিখোঁজ হয়ে গেছে বলে সম্প্রতি জানিয়েছে বিশ্বজুড়ে শিশুদের অধিকার নিয়ে কাজ করা আন্তর্জাতিক বেসরকারি সংস্থা সেভ দ্য চিলড্রেন।

সংস্থাটি গত সোমবার জানিয়েছে, ইসরায়েলের হামলার কারণে গাজা উপত্যকায় ২০ হাজারেরও বেশি ফিলিস্তিনি শিশু নিখোঁজ হয়েছে। তাদের মধ্যে অনেকে ধ্বংসস্তূপের নিচে আটকা পড়েছে, অনেককে আটক করা হয়েছে, অনেককে আবার অচিহ্নিত কবরে সমাহিত করা হয়েছে আবার অনেকেই তাদের পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে।

এক বিবৃতিতে যুক্তরাজ্য-ভিত্তিক এই দাতব্য সংস্থা বলেছে, গাজা ভূখণ্ডে ইসরায়েল নিরলসভাবে স্থল ও বিমান হামলা চালিয়ে যাচ্ছে এবং এই কারণে বর্তমান পরিস্থিতিতে সেখানে তথ্য সংগ্রহ এবং তা যাচাই করা 'প্রায় অসম্ভব'। তবে গাজায় অন্তত ১৭ হাজার শিশু পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে বলে মনে করা হচ্ছে। এছাড়া আনুমানিক ৪ হাজার শিশু ধ্বংসস্তূপের নিচে নিখোঁজ রয়েছে এবং বিভিন্ন গণকবরেও অসংখ্য শিশুকে সমাহিত করা হয়েছে।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

মিয়ানমারের শান রাজ্যের শহর দখলে নিল তায়াং ন্যাশনাল আর্মি

আপনজন ডেস্ক: মিয়ানমারের উত্তরাঞ্চলীয় শান রাজ্যে টানা দ্বিতীয় দিনের মতো জান্তা সেনাদের সঙ্গে সেখানকার জাতিগত সশস্ত্র একটি গোষ্ঠীর ভয়াবহ সংঘর্ষ চলছে। নতুন করে শুরু হওয়া এই সংঘর্ষে শান রাজ্যের একটি শহর দখলে নিয়েছে তায়াং ন্যাশনাল আর্মি (টিএনএলএ)। এ ঘটনায় অন্তত দুই বেসামরিক নাগরিক নিহত হয়েছেন বলে বুধবার স্থানীয় বাসিন্দারা ও গণমাধ্যম জানিয়েছে। মিয়ানমারের সংবাদমাধ্যম ইরাবতী এক প্রতিবেদনে জানিয়েছে, শান রাজ্যের জাতিগত সশস্ত্র গোষ্ঠী তায়াং ন্যাশনাল লিবারেশন আর্মির (টিএনএলএ) সদস্যরা মঙ্গলবার ভোরের দিকে কিয়াউকমি শহরে জান্তা সৈন্যদের অবস্থান লক্ষ্য করে হামলা শুরু করে। মিয়ানমারের সাথে চীনের গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্য রুটে শহরটির অবস্থান।

টিএনএলএ বুধবার জানিয়েছে, তারা শহরের বাইরে জান্তার লাইট ইনফ্যান্ট্রি ব্যাটালিয়ন ১১৫ তে হামলা চালিয়েছে। এছাড়াও তারা কিয়াউকমের বাইরে আর্টিলারি ব্যাটালিয়ন ৩৫২ এবং সাখান থা পাহাড়েও হামলা চালিয়েছে।

টিএনএলএ আরো জানিয়েছে, বুধবার কিউকমেতে ১৭ জন জান্তা সেনা আত্মসমর্পণ করেছে।

স্থানীয় বাসিন্দারা বলেছেন, শহরের কেন্দ্রস্থলে বসবাসরত বেসামরিক নাগরিকরা তাদের বাড়িঘর থেকে বের হওয়ার সাহস পাচ্ছেন না। একজন উদ্ধারকর্মী বলেছেন, মঙ্গলবার কামানের গোলার আঘাতে শহরটিতে দুই বেসামরিক নাগরিক নিহত ও দু'জন আহত হয়েছেন।

জরুরি বিজ্ঞপ্তি

এসআরএম, ট্যালেন্ট সার্চ-২০২৩ পরীক্ষার অংশগ্রহণ করার জন্য যে সমস্ত ছাত্র-ছাত্রীরা অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন করেছিল তাদের মধ্যে কয়েকটি সেন্টারে অনিচ্ছাকৃত কারণে পরীক্ষা নেওয়া সম্ভব হয়নি , যার কারণে বেশ কিছু ছাত্র-ছাত্রী পরীক্ষায় বসার সুযোগ পায়নি। তাই সংশ্লিষ্ট রেজিস্ট্রেশনপ্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য উক্ত পরীক্ষাটি আগামী ৩০-৬-২০২৪ তারিখ রবিবারে অনুষ্ঠিত হবে । সেহেতু আগ্রহী ছাত্রছাত্রীরা srmts.org.in ওয়েবসাইটে গিয়ে হল টিকিট ডাউনলোড করে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবে।

ডাইরেক্টর
এসআরএম ট্যালেন্ট সার্চ

সেহেরী ও ইফতারের সময়

সেহেরী শেষ: ভোর ৩.২২ মি.
ইফতার: সন্ধ্যা ৬.৩০ মি.

নামাজের সময় সূচি

ওয়াক্ত	শুরু	শেষ
ফজর	৩.২২	৪.৫৪
যোহর	১১.৪৪	
আসর	৪.১৮	
মাগরিব	৬.৩০	
এশা	৭.৫১	
তাহাজ্জুদ	১০.৫৫	

বলিভিয়ায় সামরিক অভ্যুত্থানের চেষ্টা ব্যর্থ, জেনারেল গ্রেফতার

আপনজন ডেস্ক: বলিভিয়ায় সামরিক অভ্যুত্থানের চেষ্টা করে প্রেসিডেন্ট প্রাসাদে হামলা চালানো হয়েছে। তবে সামরিক অভ্যুত্থানের চেষ্টা শেষপর্যন্ত ব্যর্থ হয়ে যায়। এ ঘটনায় জড়িত দেশটির সেনাবাহিনীর একজন জেনারেলকে গ্রেফতারও করা হয়েছে।

বার্তাসংস্থা রয়টার্স-এর এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, অভ্যুত্থানের চেষ্টা ব্যর্থ হওয়ার পর বলিভিয়ার সশস্ত্র বাহিনী বুধবার সন্ধ্যায় দেশটির প্রেসিডেন্টের প্রাসাদ থেকে ফিরে এসেছে এবং পরে সেনাবাহিনীর একজন জেনারেলকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এদিকে সরকারের বিরুদ্ধে 'অভ্যুত্থান' প্রচেষ্টার নিন্দা করেছেন দেশটির প্রেসিডেন্ট লুইস আর্স। একইসঙ্গে সংকটময় এই সময়ে আন্তর্জাতিক সমর্থনের আহ্বানও জানিয়েছেন তিনি। এর আগে জেনারেল জুয়ান জোসে জুনিগার নেতৃত্বে সামরিক বাহিনীর বিভিন্ন ইউনিট লা পাজ শহরের সেন্ট্রাল প্লাজা মুরিলো স্কোয়ারে জড়ো হয়। এখানেই প্রেসিডেন্ট প্রাসাদ এবং দেশটির কংগ্রেসের ভবন অবস্থিত। রয়টার্সের একজন প্রত্যক্ষদর্শী দেখেছেন, সামরিক বাহিনীর একটি সাঁজোয়া যান প্রেসিডেন্ট প্রাসাদের দরজায় ঢুকে যাচ্ছে এবং সৈন্যরা সেখানে ভিড় করছে।

মাদককাণ্ডে হন্ডুরাসের সাবেক প্রেসিডেন্টের ৪৫ বছরের কারাদণ্ড

আপনজন ডেস্ক: হন্ডুরাসের সাবেক প্রেসিডেন্ট হুয়ান অরল্যান্ডো হার্নান্দেজকে যুক্তরাষ্ট্রের আদালতে ৪৫ বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। মাদক ও অস্ত্র মামলায় দোষী সাব্যস্ত হওয়ায় এই দণ্ড পেয়েছেন তিনি। একসময় মধ্য আমেরিকার দেশটির সাবেক এই রাষ্ট্রপ্রধানকে যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্বস্ত মিত্র বিবেচনা করা হতো। ৫৫ বছর বয়সী হুয়ান অরল্যান্ডোর বিরুদ্ধে অভিযোগ, যুক্তরাষ্ট্রের ভূখণ্ডে কোকেন পাচারকারীদের রক্ষার জন্য লাখো ডলার ঘুষ নিয়েছিলেন তিনি। পাচারকারীদের রক্ষা করতে লড়াই করার প্রকাশ্য ঘোষণা দিয়েছিলেন। গত মার্চে যুক্তরাষ্ট্রের ম্যানহাটানের আদালত তাকে দোষী সাব্যস্ত করেছিলেন। বুধবার ম্যানহাটানের আদালতে হুয়ান অরল্যান্ডো হার্নান্দেজের বিরুদ্ধে ৪৫ বছরের কারাদণ্ডের রায় দেন ডিস্ট্রিক্ট বিচারক কেভিন ক্যাসেল। তবে অভিযোগ অস্বীকার করেছেন হুয়ান অরল্যান্ডো। রায়ের পর তিনি বলেন, 'আমি নির্দোষ। ভুল ও অযৌক্তিকভাবে আমাকে সাজা দেওয়া হয়েছে।' ২০১৪ সালে হন্ডুরাসের প্রেসিডেন্ট হয়েছিলেন হুয়ান অরল্যান্ডো হার্নান্দেজ। ক্ষমতায় ছিলেন ২০২২ সাল পর্যন্ত। তার কারাদণ্ডের খবরে দেশে-বিদেশে হন্ডুরাসের বহু মানুষকে উল্লাস করতে দেখা গেছে।

হজ্ব ওমরাহ যিয়ারত
উমর ফারুক ট্রাভেলস্
নলপুর, সাঁকরাইল, হাওড়া
সকলকে জানাই আসসালামু আলাইকুম
সমস্ত প্রশংসা সমস্ত তারিফ সেই মহান আল্লাহপাক এর জন্য যিনি আমাদের সমস্ত এবাদতের মধ্যে এক বিশেষ এবাদত হজ্ব ও ওমরাহ করার জন্য সহজ সরল রাস্তা দেখিয়ে দিয়েছেন, সেই কাজে আমরা সৎ ও নিষ্ঠার সাথে আপনাদের খেদমতে বহু বছর ধরে নিয়ে জিত আছি ও দোওয়া করেন আগামীতে আরো ভালো ভাবে সেবা করতে পারি ইনশাআল্লাহ।
আমাদের পরিষেবা
১৭ দিনের জন্য সাধারণ প্যাকেজ
■ মক্কা ও মদিনাতে কাছাকাছি থাকার ব্যবস্থা ■ বুফেতে ৩ টাইম খানা (ঘরোয়া রুচিসম্মত খানা) ■ মক্কা ও মদিনাতে সমস্ত যিয়ারত ও ঐতিহাসিক স্থানগুলি অভিজ্ঞ গাইড দ্বারা ভ্রমণের ব্যবস্থা আছে ■ ফ্লাইট যেকোনও এয়ারলাইন্স-এ হতে পারে
প্যাকেজ
১৭ দিনের জন্য স্পেশাল প্যাকেজ
■ মক্কাতে হোটেল এর দুরত্ব প্রায় ৩৫০ মিটার থেকে ৪০০ মিটার ■ মদিনাতে হোটেল এর দুরত্ব প্রায় ১০০ মিটার থেকে ১৫০ মিটার ■ বুফেতে ৩ টাইম খানা (ঘরোয়া রুচিসম্মত খানা) ■ মক্কা ও মদিনাতে সমস্ত যিয়ারত ও ঐতিহাসিক স্থানগুলি অভিজ্ঞ গাইড দ্বারা ভ্রমণের ব্যবস্থা আছে ■ তায়েফ যিয়ারত ■ বদর যিয়ারত ■ ওয়দিয়া জিন পাহাড় ■ বয়স্ক মানুষদের জন্য হুইলচেয়ারের সু-ব্যবস্থা আছে ■ জমজম ৫ লিটার ■ জেদ্দা ও আরব সাগর ভ্রমণ
রমজানের স্পেশাল অফার সীমিত সময়ের জন্য বুকিং করুন
হাদিয়া
ল্যাগেজ ব্যাগ, সাইড ব্যাগ, জুতার ব্যাগ, গাইড বই, সাতদানা তসবি, ট্রলি ব্যাগ
যোগাযোগ
কাজী ওয়াসিম আকবার 8240569012
আব্দুল ফারাদ 7003187312
সেখ সাইন রহমান 7980004507
কলকাতা শাখা অফিস: ৪৯, কুষ্টিয়া মসজিদ বাড়ি লেন, কলকাতা - ৭০০০৩৯

NAME CHANGE

I, ZULFIKAR ALI SARDAR, S/o MOHAR ALI SARDAR, Residing at Vill - Randhangacha, P.O. – Arkhali-Amdanga, P.S. - Ashokenagar, Pin- 743221.

That my wife's actual name is SELIMA BIBI as per her AADHAR being no. 2750 2363 6573 BUT In my Passport vide no. M3711266 wherein my wife's name inadvertently written as SALAHA BIBI in place of SELIMA BIBI. Do hereby solemnly affirmed and declared by Affidavit no. 5028 before the first class Judicial Magistrate Barasat court, N24 Parganas on 18.06.2024 That "SELIMA BIBI W/O ZULFIKAR ALI SARDAR" & "SALAHA BIBI W/O ZULFIKAR ALI SARDAR" is same and one identical person.

আপনজন

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

১৯ বর্ষ, ১৭৩ সংখ্যা, ১৪ আষাঢ় ১৪৩১, ২১ জিলহজ, ১৪৪৫ হিজরি

এআই প্রযুক্তি

বর্তমানে সমগ্র বিশ্বে আলোচিত বিষয় কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা। ইহা লইয়া একদিকে তৈরি হইয়াছে উচ্ছ্বাস, অন্যদিকে উত্কণ্ঠা। অবস্থাদৃষ্টে মনে হইতেছে, আর্টিফিশিয়াল ইনটেলিজেন্স (এআই) বা কৃত্রিম বৃদ্ধিমত্তা মানবজাতির জন্য আশীর্বাদ না অভিশাপ—ইহা লইয়া তর্কবিতর্ক চলিতেই থাকিবে। অবশ্য খোদ সাইন্স বা বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও কি এমন তর্কবিতর্ক এখনো চলিতেছে না? এমন প্রশ্ন থাকিবার পরও কি বিজ্ঞানের গতিপথ থমকাইয়া গিয়াছে? গত ২১ মার্চ জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে সর্বসম্মতিক্রমে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা-সম্পর্কিত প্রথম বৈশ্বিক রেজুলেশন বা প্রস্তাব পাশ হইয়াছে। যুক্তরাষ্ট্র প্রস্তাবটি উত্থাপন করে এবং ইহার প্রস্তাবক ছিল আরো ১২৩টি দেশ। কোনো কোনো ক্ষেত্রে ইহার নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয়তা হয়তো রহিয়াছে; কিন্তু একটি নূতন প্রযুক্তির সকলই খারাপ—এমন মন-মানসিকতা পোষণ করা কোনোভাবেই কাম্য নহে। গতকাল ইত্তেফাকে প্রকাশিত একটি খবরে বলা হইয়াছে যে, খোদ বাংলাদেশেই কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তায় যক্ষ্মা শনাক্তে সাফল্য আসিতে পারে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে এই প্রক্রিয়ায় যক্ষ্মা নির্ণয় সফল হইয়াছে। বাংলাদেশে যদি রোবটের মাধ্যমে হার্টের চিকিত্সায় সফলতা পাওয়া যায়, তাহা হইলে এআই প্রযুক্তি ব্যবহার করিয়া অন্যান্য জটিল চিকিত্সার ক্ষেত্রেও কেন সফলতা পাওয়া যাইবে না? আমাদের দেশে রোবটের মাধ্যমে টেলিভিশনের খবর পাঠ, রেস্টুরেন্টে খাবার পরিবেশন—এমনকি গার্মেন্টসসহ বিভিন্ন কলকারখানায় শ্রমিক হিসাবে ইহার প্রচলন শুরু হইয়া গিয়াছে। ইহা একটি বিরাট পরিবর্তন নিঃসন্দেহে। ইহাতে চাকুরি-বাকুরির ক্ষেত্রে নানা বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হইতে পারে বলিয়া কেহ কেহ আশঙ্কা প্রকাশ করিলেও অনেকে আবার এই ব্যাপারে আশাবাদী। তাহারা বলিতেছেন, ইহাতে রোবটিক শিল্পে নূতন নূতন দক্ষতাসম্পন্ন লোকের প্রয়োজন পড়িবে।

অনুরূপভাবে এই মুহূর্তে যক্ষ্মা চিকিত্সায় এআই প্রযুক্তি ব্যবহারের খবরে আমরা আশান্বিত না হইয়া পারি না। আগামী বত্সর দেশের তিনটি জেলায় (ঢাকা, খুলনা ও পঞ্চগড়) প্রাথমিক পর্যায়ে এই সংক্রান্ত পাইলট প্রকল্পের কাজ শুরু হইবে বলিয়া জানাইয়াছে ইনস্টিটিউট অব অ্যালার্জি অ্যান্ড ক্লিনিক্যাল ইমুনোলজি অব বাংলাদেশ বা আইএসিআইবি। ভারতীয় উপমহাদেশে এখনো যক্ষ্মা শনাক্তে এইআই প্রযুক্তি ব্যবহারের পাইলটিং চলিতেছে। যুগের চাহিদা অনুযায়ী এই দেশেও এমন উদ্যোগের কথা যাহারা চিন্তাভাবনা করিতেছেন, তাহাদের আমরা স্বাগত জানাই। কেননা একসময় বলা হইত—যক্ষ্মা হইলে রক্ষা নাই। এখন সেইখানে এই রোগের চিকিৎসা ব্যবস্থায় প্রভূত উন্নয়ন সাধিত হইয়াছে। তাহার পরও চলমান পদ্ধতিতে যক্ষ্মা নির্ণয়ে সমস্যা রহিয়াছে। সঠিকভাবে যক্ষ্মা রোগী শনাক্ত করিতে না পারায় বহু রোগী দুর্ভোগ পোহাইতেছেন। ইহাতে অনেকে যক্ষ্মা শনাক্তের বাহিরে থাকিয়া যাইতেছেন। বিভিন্ন জটিল ও কঠিন রোগব্যাধির ক্ষেত্রে আমরা যদি এইভাবে এআই প্রযুক্তির সাহায্যে সফলতা অর্জন করিতে পারি, তাহা হইলে ইহা আশীর্বাদ ছাড়া আর কী হইতে পারে?

বিখ্যাত পদার্থবিজ্ঞানী স্টিফেন হকিং এআইয়ের অনিয়ন্ত্রিত ব্যবহার মানবজাতির জন্য ভয়াবহ হুমকির কারণ হইতে পারে বলিয়া ভবিষ্যদ্বাণী করিয়া গিয়াছেন। টেক জায়ান্ট গুগলের সাবেক প্রধান নির্বাহী এরিক স্মিড সকল কিছু পর্যবেক্ষণ করিয়া ইহা মানবসভ্যতা ধ্বংসের কারণ হইতে পারে বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন। যুক্তরাষ্ট্রের প্রখ্যাত মনোবিজ্ঞানী গ্যারি মার্কাস ইহাকে একটি কাচের ঘরে ষাঁড় ঢুকিয়া যাইবার সহিত তুলনা করিয়াছেন। তবে ইহা যতদিন মানুষের নিয়ন্ত্রণে থাকিবে, ততদিন কোনো সমস্যা হইবে না। এই জন্য কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার উপরে একটি যৌক্তিক নিয়ন্ত্রণ চান স্বয়ং চ্যাটজিপিটির প্রধান নির্বাহী জেমস ক্লেটনও। ইহার জন্য প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন করিয়া ইহার হিতকার ব্যবহারের প্রতি জোর দিতে হইবে সবচাইতে অধিক। যক্ষ্মা শনাক্তে এআই প্রযুক্তি ব্যবহারে সফলতায় সেই আশাবাদের বাণীই প্রতিফলিত হইতেছে বলিয়া আমরা মনে করি।

●●●●●●●●●●●●

রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধে নেপালিরা কেন জীবন দিচ্ছে

যুদ্ধে যে কেবল রাশিয়া-ইউক্রেনের মানুষ মরছে তা নয়, অন্য অনেক দেশের মানুষও প্রাণ দিচ্ছে। এর মধ্যে কিছু দেশের মানুষের জীবনদান বিশেষভাবে বিস্ময় জাগাচ্ছে। যেমন নেপাল। এত দূরের এক যুদ্ধে নেপালের মানুষের বড় সংখ্যায় মৃত্যুর কারণ খুঁজতে গেলেই নজরে পড়ছে দক্ষিণ এশিয়ার আর্থসামাজিক বাস্তবতার এক করুণ দিক এবং আসন্ন এক নতুন সামাজিক সংকট। লিখেছেন **আলতাফ পারভেজ...**

এই লেখা তৈরির সময় রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ ৮৫০ দিন পার করল। এই যুদ্ধে কত মানুষ মারা গেছে, তার সত্য তথ্য পাওয়া প্রায় অসম্ভব। নিশ্চিতভাবে সেটা কয়েক লাখ। যুক্তরাষ্ট্রের খ্যাতনামা পত্রিকা নিউজ উইক-এর হিসাবে গত ফেব্রুয়ারিতেই এই যুদ্ধে নিহত মানুষের সংখ্যা পাঁচ লাখ ছাড়িয়ে গেছে।

যুদ্ধে যে কেবল রাশিয়া-ইউক্রেনের মানুষ মরছে তা নয়, অন্য অনেক দেশের মানুষও প্রাণ দিচ্ছে। এর মধ্যে কিছু দেশের মানুষের জীবনদান বিশেষভাবে বিস্ময় জাগাচ্ছে। যেমন নেপাল। এত দূরের এক যুদ্ধে নেপালের মানুষের বড় সংখ্যায় মৃত্যুর কারণ খুঁজতে গেলেই নজরে পড়ছে দক্ষিণ এশিয়ার আর্থসামাজিক বাস্তবতার এক করুণ দিক এবং আসন্ন এক নতুন সামাজিক সংকট।

যুদ্ধের ময়দানে নেপালি অনেক মূল দুই প্রতিপক্ষ ছাড়াও ইউক্রেনে প্রায় ৫০টি দেশের ভাড়াটে যোদ্ধারা মানুষ মারতে গেছে। মস্কো-কিয়েভ উভয় জায়গার নীতিনির্ধারকেরা নানান লোভে ফেলে এ রকম ভাড়াটেদের সেখানে নিজেদের শিবিরে ভিড়িয়েছে। যুদ্ধে আহত-নিহত মানুষের মতো এ রকম ভাড়াটে যোদ্ধাদের সঠিক সংখ্যা পাওয়াও মুশকিল। আহত, নিহত ও গ্রেপ্তার হওয়া বিদেশি যোদ্ধাদের ইতিমধ্যে প্রচারিত তালিকাগুলো দেখে অনুমান করা হচ্ছে ভাড়াটেদের দেশভিত্তিক সংখ্যায় নেপাল বেশ এগিয়ে। এরা মূলত রাশিয়ার পক্ষে যুদ্ধ করছে। গত দুই বছরের বেশি সময় ধরে নেপালিরা রাশিয়া গিয়ে স্বল্প সময়ের প্রশিক্ষণ নিয়ে ফ্রন্টে চলে যাচ্ছে।

প্রথম দিকে সরকার বিষয়টি স্বীকারও করছিল না। কিন্তু টিকটকে যখন দেখা গেল নেপাল সেনাবাহিনীর সাবেক এক সদস্য মস্কোতে প্রশিক্ষণ নিচ্ছে ইউক্রেনে ঢুকবে বলে—তখন আর কিছু গোপন করে রাখা গেল না।

সরকারি হিসাবে ইউক্রেন যুদ্ধে যাওয়া নেপালের নাগরিকের সংখ্যা কয়েক শ মাত্র। তবে বেসরকারি মহলগুলো আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমের তথ্য উদ্ধৃত করে বেশ বাড়তি সংখ্যার কথা বলছে। সিএনএন গত ফেব্রুয়ারিতে এ সংখ্যা ১৫ হাজার বলে উল্লেখ করে। নেপালের পার্লামেন্টে এ নিয়ে বিতর্ককালে অনেক এমপি সংখ্যাটা ১৪-১৫ হাজার বলে দাবি করেছেন।

সংখ্যাটা সঠিক কত, সেটা কেবল বলতে পারে মস্কো। তারা সেটা কোথাও উল্লেখ করেনি।

কেন নেপাল থেকে এত বেশি যোদ্ধা যাচ্ছে

বাংলাদেশের মতোই কাজের খোঁজে নেপালের বিপুল মানুষ প্রতিবছর বিদেশে যায়। সংখ্যার হিসাবে এটা বছরপ্রতি গড়ে চার লাখের বেশি। এর মধ্যে অর্থের বিনিময়ে বিদেশের হয়ে যুদ্ধ করতে যাওয়ার ঐতিহ্যও এ দেশে বেশ পুরোনো।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ৪০ ব্যাটালিয়ন নেপালি (গোর্খা) ব্রিটেনের হয়ে বিভিন্ন ফ্রন্টে লড়েছে। এরও আগে ভারত-বার্মার বহু জনপদ দখলে গোর্খারা ছিল ব্রিটেনের শ্বেতাঙ্গদের প্রধান ভরসা। ভারত ভাগের পরও নানাভাবে সেই ঐতিহ্য আজও আছে নেপালে।

রাশিয়ার হয়ে যারা ইউক্রেনে যাচ্ছে, তাদের অনেকেই আফগানিস্তানেও ন্যাটো জোটের নানা ‘বেসরকারি সংস্থা’র হয়ে যুদ্ধ করতে গিয়েছিল। মূলত অর্থ আয়ের একটা মাধ্যম হিসেবে দরিদ্র নেপালিরা এ রকম ঝুঁকিপূর্ণ কাজে যায়। দেশটিতে প্রায় ২০ ভাগ মানুষ এখনো দারিদ্র্যসীমার নিচে বেঁচে থাকার লড়াই করছে।

দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধের চেয়ে ইউক্রেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাতে তাদের কাছে বেশি লাভের হয়—মনে হচ্ছে সেই দায়িত্ব এখন নিতে চাইছে মস্কো।

বাড়তি ডলার পেলে হয়তো এ রকম মানুষেরা কিয়েভে যেতেও আপত্তি করবে না।

‘প্যাকেজ’ বেশ আকর্ষণীয়

ভাড়াটে যোদ্ধাদের জন্য রাশিয়ার ঘোষিত সুবিধার মধ্যে আছে মাসে প্রায় দুই হাজার ডলার মাসিক মজুরি এবং দ্রুত রুশ নাগরিকত্ব দেওয়ার প্রতিশ্রুতি। সংশোধিত আইন অনুযায়ী রাশিয়ার হয়ে ইউক্রেনে এক বছর যুদ্ধ করার চুক্তি করলে যে কেউ দেশটির নাগরিকত্ব চেয়ে আবেদন করতে পারবে। এ রকম আবেদনের উত্তর দেওয়া হবে তিন মাসের ভেতর এবং সেটা মঞ্জুর হওয়া মানে রাশিয়াজুড়ে উচ্চ মাইনায় কাজের সুযোগ। এই সুযোগ ভাড়াটে যোদ্ধাদের স্বামী-স্ত্রীর বেলায়ও প্রযোজ্য হবে। বলা বাহুল্য, এ রকম ‘সুযোগে’র খবর ছড়াতে নেপালে আদম ব্যাপারীর অভাব নেই। ভাড়াটেদের কেউ যাচ্ছে স্টুডেন্ট ভিসা নিয়ে, কেউবা পর্যটক ভিসায়। আরব আমিরাত হয়ে এদের মস্কোতে পৌঁছে দেয় ব্যাপারীরা কমবেশি ৯ হাজার ডলারের বিনিময়ে। এ রকম অন্তত ১০ জন ব্যাপারীকে কাঠমান্ডু সরকারও আটকও করেছে।

> **এ রকম প্রবাসীরা যদি কখনো দেশে ফেরেন, তবে যুদ্ধের মনোজাগতিক ক্ষত নিয়েই ফিরতে হবে এবং এভাবে ভিন্ন ধরনের নতুন একটা জনগোষ্ঠীর ভার বইতে হবে দক্ষিণ এশিয়ার সমাজকে। যুদ্ধক্ষেত্রে বিস্তার লাভ করা নানা ধরনের রোগবালাইও এসব যোদ্ধার মাধ্যমে এ অঞ্চলে আসবে। পাশাপাশি আন্তর্জাতিক ভাড়াটে যোদ্ধাদের বৈশ্বিক এক সংযোগেরও বিস্তার ঘটবে এতে। ধনী দেশগুলো ভবিষ্যতে নানা প্রয়োজনে এ অবস্থাকে তাদের স্বার্থে ব্যবহার করতে পারবে। কিন্তু বেশুমার দারিদ্র্য জিইয়ে রেখে একে রুখতে পারা যাবে কি?**

ভাড়াটে যোদ্ধাদের নিয়ে নেপালে বিতর্ক

রাশিয়ার হয়ে ইউক্রেনে ভাড়ায় যুদ্ধ করতে যাওয়া ব্যক্তিদের নিয়ে নেপালের সমাজজীবনে দ্বিমুখী স্রোত বইছে। নেপালের নিয়ম হলো নাগরিকেরা সেসব দেশের সেনাবাহিনীর হয়ে যুদ্ধ করতে পারবে, যাদের সঙ্গে এ বিষয়ে রাষ্ট্রীয় চুক্তি থাকবে। নেপালের সঙ্গে এ রকম চুক্তি আছে কেবল ব্রিটেন ও ভারতের। ফলে রাশিয়ার হয়ে ইউক্রেনে যুদ্ধযাত্রা পুরোপুরি অনানুষ্ঠানিক ও অঘোষিত একটা ব্যাপার। তবে ফারাকটা কেবল চুক্তি থাকা না-থাকা।

কিন্তু কাঠমান্ডুতে গত এক বছরে রুশ দূতাবাসের সামনে স্থানীয় মানবাধিকারকর্মীদের বেশ কটি বিক্ষোভ হয়েছে এই প্রক্রিয়া রুখতে। আবার এ-ও সত্য, রাশিয়া প্রলুব্ধ করার বাইরে তাদের হয়ে যুদ্ধে যেতে কাউকে চাপ দিচ্ছে না। রাশিয়ার নিয়ম এ বিষয়ে অনেক উদার। যে কেউ তাদের দেশের প্রতিরক্ষা বিভাগের সঙ্গে চুক্তি করে এভাবে ভাড়া খাটতে পারে। দরিদ্র নেপালিরা এভাবেই রাশিয়ায় গিয়ে প্রয়োজনীয় প্রক্রিয়া সেরে যুদ্ধের ময়দানে পৌঁছে যাচ্ছে। সবকিছু নিজ ইচ্ছাতেই ঘটছে। কারণ, কর্মসংস্থানের দেশজ বিকল্প সুযোগ তাদের সামনে কম। কিন্তু মাসে মাসে ইউক্রেন থেকে ফেরত আসা আহত ব্যক্তিরা বিভীষিকাময় স্মৃতি নিয়ে ফিরছে। লাশ হয়েও ফিরছে অনেকে। কেউ কেউ যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালাচ্ছেও। ইউক্রেনের কিছু সংবাদমাধ্যমে সে রকম খবরও দেখা গেছে।

কাঠমান্ডুর বিভিন্ন সমাবেশে অংশ নেওয়া ফেরত আসা যোদ্ধাদের বক্তৃতায় ইউক্রেনের যুদ্ধক্ষেত্রের যেসব বিবরণ মিলছে, তা রোমহর্ষ। এসব শুনে নেপালবাসী যুদ্ধে যাওয়া তাদের সন্তানদের নিয়ে গভীরভাবে উদ্বিগ্ন। কিন্তু মোটা অঙ্কের বৈদেশিক মুদ্রার লোভ সামলানোও কঠিন। বিশেষ করে দেশে যখন কাজ পাওয়াই সমস্যা। যেসব নেপালি যোদ্ধা আহত হয়ে দেশে ফিরেছে, তারা জানাচ্ছে, রুশরা নেপালি, আফগান ও তাজিক যোদ্ধাদের বেশি করে ফ্রন্টলাইনে পাঠাচ্ছে। ফলে আহত-নিহত হওয়ার হারও তাদের বেশি।

নেপাল সরকার এ বছরের জানুয়ারিতে তাদের দেশের মৃত যোদ্ধাদের পরিবারের জন্য রাশিয়ার কাছে ক্ষতিপূরণ চেয়েছে এবং জীবিতদের ফেরত পাঠাতে বলেছে। কিন্তু ফেরত এসে এই মানুষগুলো সন্তোষজনক কোনো কাজ পাবে কি না, সে প্রশ্নও রয়েছে।

দক্ষিণ এশিয়ার জন্য নতুন উদ্বেগ?

দারিদ্র্যের সমস্যা নেপালের বাইরে দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য দেশেও বেশ আছে এবং সৈনিক সংগ্রহের বিভিন্ন উদ্যোগও এ অঞ্চলের আনাচ-কানাচে খবর হিসেবে পৌঁছে গেছে। ইউক্রেনে ভাড়াটে সৈনিকদের তালিকায় ভারত-শ্রীলঙ্কার মতো দেশের নাগরিকেরাও আছেন। আল-জাজিরার গত ১ এপ্রিল প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে সে রকমই দাবি রয়েছে। এর মধ্যে লঙ্কানদের সংখ্যা কয়েক শ হবে। ভারতীয়দের সংখ্যা প্রায় এক শ। শ্রীলঙ্কা থেকে বেশি সংখ্যায় যোদ্ধা যাওয়ার কারণ গত দুই বছরের অর্থনৈতিক সংকট।

তবে সংখ্যায় কমবেশি যা-ই হোক এবং এই যোদ্ধারা যখনই ফিরে আসুক, অনেক ধরনের সামাজিক সমস্যার শঙ্কা ইতিমধ্যে ডালপালা মেলছে। প্রথমত, চলতি অবস্থা দক্ষিণ এশিয়ায় এ রকম পেশার প্রসার বাড়াতে পারে; যা সামাজিক নিরাপত্তার জন্য ভালো খবর নয়। শ্রীলঙ্কার বেলায় দেখা গেছে, সশস্ত্র বাহিনীর অনেক যোদ্ধা অধিক আয়ের লোভে পড়ে চলতি চাকরি থেকে অবসর নিয়ে হলেও রাশিয়ার ডাকে সাড়া দিতে চাইছে।

এ রকম প্রবাসীরা যদি কখনো দেশে ফেরেন, তবে যুদ্ধের মনোজাগতিক ক্ষত নিয়েই ফিরতে হবে এবং এভাবে ভিন্ন ধরনের নতুন একটা জনগোষ্ঠীর ভার বইতে হবে দক্ষিণ এশিয়ার সমাজকে। যুদ্ধক্ষেত্রে বিস্তার লাভ করা নানা ধরনের রোগবালাইও এসব যোদ্ধার মাধ্যমে এ অঞ্চলে আসবে। পাশাপাশি আন্তর্জাতিক ভাড়াটে যোদ্ধাদের বৈশ্বিক এক সংযোগেরও বিস্তার ঘটবে এতে। ধনী দেশগুলো ভবিষ্যতে নানা প্রয়োজনে এ অবস্থাকে তাদের স্বার্থে ব্যবহার করতে পারবে। কিন্তু বেশুমার দারিদ্র্য জিইয়ে রেখে একে রুখতে পারা যাবে কি?

আলতাফ পারভেজ ইতিহাস বিষয়ে গবেষক

সৌ: প্র: আ:

অদ্ভুত আঁধার এক এসেছে এ পৃথিবীতে আজ!

পাভেল আখতার

এক. এ এক সর্বনাশা সংক্রামক ব্যাধিতে পরিণত হয়েছে ! ফিল্মি স্টুডিওর বাইরে অজস্র পুরুষ ও নারীর নাছোড় ‘চেষ্টার গল্প’ আগে খুব শোনা যেত। উদ্দেশ্য : রুপোলি পর্দায় অভিনয়। গ্ল্যামারের আলোয় ভেসে যাওয়ার উৎকট লালসা। এজন্য মুম্বাই পাড়ি দিয়েছে কত তরুণ ও তরুণী। আজকাল একটি অত্যন্ত ‘সহজ পথ’ হয়তো সেই তীব্র বাসনাকে অনেকটাই প্রতিহত করতে সক্ষম হয়েছে। সেটা হ’ল, ‘রিল’ বানানো। ইউ টিউবে ভিডিও দেওয়া। সে যে কত ‘রঙ্গের’ রিল বা ভিডিও তার হিসেব সম্ভবত নেই! দেদার রোজগারও হচ্ছে, তার সঙ্গে ‘মুখ’ দেখানোর আত্মরতি। কিন্তু, দুধের সাধ নিদারুণ ঘোলে মেটানোর এই ‘কর্মযজ্ঞ’ নিতান্ত ব্যক্তিগত হলেও বা আরাধ্য ব্যক্তিস্বাধীনতার অন্তর্গত হলেও যে প্রশ্নটা উদ্বেগের সঙ্গে উঠে আসে তা হ’ল, মূর্তিমান সমাজ এতে উপকৃত হচ্ছে, না কি এই মদিরাস্রোতে উচ্ছন্নে যাচ্ছে ? জানা যাচ্ছে, ইস্কুল ও কলেজের বহু পড়ুয়াও এই ‘মহান কর্মব্রতে’ তৎপর ! তাদের পড়াশুনাও কি লাটে উঠছে না ? কিন্তু, কিছু বলার নেই-ও। ‘ব্যক্তিস্বাধীনতা’। ‘অকারণ হুল্লোড়’ কেবল এই চকমকি পাথরের দোহাই-এ যে ‘ছাড়পত্র’ পাচ্ছে তার ‘অভিঘাত’ মন্দ হলেও বোবা হয়ে থাকতে হবে এমনই ক্রান্তিকাল চলছে এখন !

দুই. ‘টাইটানিক’ ছবিখ্যাত অভিনেত্রী কেট উইন্সলেট একবার একটি সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন যে, তাদের মুখাবয়বের ত্বকের উপরে পুরু মেকআপের আস্তরণ থাকে। ‘মোহগ্রস্ত’ হওয়ার আগে সাধারণ মানুষ যেন এটা মনে রাখে। কথাটা খুব তাৎপর্যপূর্ণ। ভাবার মতো। রুপোলি পর্দার অভিনেতা ও অভিনেত্রীদের উদ্দেশে একটি শব্দ ব্যবহৃত হয়। ‘তারকা’। দূর-আকাশের প্রেক্ষাপটে ঝলমল করা ‘তারকা’ মনকে আকৃষ্ট করে, তার মায়াবী আলোয় আবিষ্ট করে। কিন্তু, যতই হোক, তা ধরাছোঁয়ার বাইরে। মাটির পৃথিবী থেকে তার দূরত্ব অনেক বেশি। আকাশের জীবন আর মাটির জীবন এক নয়। ‘তারকা’ কখনও সাধারণ মানুষের জীবনের সঙ্গে গ্রথিত হতে পারে না। রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন : ‘‘যত বড় হোক ইন্দ্রধনু সে সুদূর আকাশে আঁকা, আমি ভালবাসি মোর ধরণীর প্রজাপতিটির পাখা।”

তিন. মেকআপ, কেশবিন্যাস, আধুনিক পোশাক ইত্যাদি সরিয়ে দিলে দেখা যাবে ‘মোহময়তা’র আর কোনও চিহ্নই নেই। এই প্রেক্ষাপটে একটি ভিন্ন কথা বলা যাক। আজকাল অগণিত অনলাইন পত্রপত্রিকার আবির্ভাব হয়েছে। সেইসব পত্রপত্রিকায় প্রতি নিয়ত যে শিরোনাম ও খবর দেখা যায় তাতে অভিনেত্রীদের সম্পর্কে থাকে অবধারিত কিছু শব্দবন্ধের ব্যবহার। কয়েকটি বলা যাক। ঝড় তুললেন, উষ্ণতা ছড়ালেন, উত্তাপ সঞ্চার করলেন ইত্যাদি। জ্বলজ্যান্ত নাগরিক সমাজ এইসব ভাষার ব্যবহারে আপত্তির কোনও কারণ খুঁজে পায় না, যা আশ্চর্যজনক। এসব কি নারীর অবমাননা নয় ?

চার. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ‘পুতুল নাচের ইতিকথা’য় কুসুমকে সামনে রেখে যে প্রশ্ন রেখেছিলেন, নারীকে শরীরসর্বস্বতার প্রতিমূর্তি হিসেবে উপস্থাপন যে পুরুষের বিনোদনপূর্তির উপচার, সেকথা ‘উপস্থাপক নারীরা’ যেমন বোঝেন না, তেমনই বোঝেন না নারীবাদীরাও। ওইসব অতি নিন্দনীয় ‘ইঙ্গিতপূর্ণ’ শব্দবন্ধের বিরুদ্ধে তারা সঙ্গত ‘প্রতিবাদ’ করবেনই বা কীভাবে ? তার আগে তো অবশ্যই ‘প্রতিবাদ’ করতে হবে ‘আধুনিকতার উদযাপন’-এর নামে ওইসব নগ্ন, অর্ধনগ্ন পোশাকের বিরুদ্ধে, যার সঙ্গে সংলগ্ন হয়ে আছে ওই শব্দবন্ধগুলি ! এত বেশি অস্বচ্ছ, স্ববিরোধী, প্রবঞ্চনাপূর্ণ চিন্তাভাবনার স্রোত আজকাল প্রবহমান যে, এই ধরনের লেখার মধ্যে আবার ‘রক্ষণশীলতা’ খুঁজে পাওয়ার মতো লোকজনও বিস্তর ! প্রকৃতপক্ষে অদ্ভুত ‘আধুনিকতার ধারণা’ সমাজ পরিসরে বিস্তার লাভ করেছে ! পুরুষতন্ত্রের বিরোধিতা, আবার পুরুষেরই মস্তিস্কপ্রসূত ‘সুন্দরতম ফাঁদে’ পড়ে যে তোতাপাখির বুলি উচ্চারণ করছে সেই বোধবুদ্ধিও হারিয়ে ফেলা ! বস্তুত, আপন হৃদয়ে আধুনিকতার অসার শ্লাঘা অনুভব করা এইসব মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি ও চিন্তার দৈন্য অপরিসীম !

পাঁচ. বিশ্বময় এখন মানুষকে পুতুলের মতো প্রতিদিন, প্রতি-মুহূর্তে নাচায় রাক্ষুসে পুঁজিবাদ ! বুদ্ধিভ্রষ্ট মানুষের মুখে সে ভ্রমাত্মক ব্যক্তিস্বাধীনতা ও আধুনিকতার বুলি আওড়ানোর ভাষা দিয়েছে ! সে জানেও না যে, দুটোই নিয়ন্ত্রণ করছে আসলে ‘পুঁজিবাদ’! ‘পুঁজিবাদ নিপাত যাক’-এই শ্লোগান আর তেমন একটা শোনা যায় না। যদিও শ্লোগানে কিছু বদল হয় না। ‘আত্মদর্শন’ সবার আগে। সেটাই দেখি না। অতীতেও এই শ্লোগান বিস্তর দিয়ে কোনও লাভ হয়নি। দেখতে হবে, ‘পুঁজি’ সম্পর্কে মানুষের চেতনার বিকাশ হয়েছিল কি না। আর, সেটা কোনও কালেই হয়নি।

প্রথম নজর

বিদ্যুৎ দফতরের ভুলে ৪০টি বাড়ির ইলেকট্রিক সামগ্রীসহ নথি পুড়ে ছাই

নিজস্ব প্রতিবেদক ● বসিরহাট

আপনজন: বিদুৎ বন্টন কোম্পানির কর্মীদের গাফিলতিতে গতকাল রাতে হাসনাবাদ থানার বিশপুর অঞ্চলের দুর্গাপুর খলিশাখালির ৪০ থেকে ৪৫টি বাড়ির ইলেকট্রিক সরঞ্জাম সহ বাড়ির গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্র পুড়ে ছাই হয়ে গেছে।
টিভি, ফ্রিজ, ফ্যান,মোবাইল ফোন বাড়ির গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্র,সহ সরঞ্জামের ক্ষতিপূরণের দাবি তোলেন তাঁরা। আর এই দাবিতে গতকাল রাতেই রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখায় গ্রামবাসীরা।
সন্ধ্যের পর কাজ শেষ করে বিদ্যুৎ সংযোগ দিতেই হাই ভোল্টেজের জেরে এলাকার ৪০ টির বেশি বাড়ির ইলেকট্রিক সরঞ্জাম পুড়ে নষ্ট হয়ে।আতঙ্কে বাসিন্দারা বাড়ি থেকে বের হয়ে যান। সারারাত এলাকায় বিদুৎ সংযোগ বন্ধ থাকে। ভ্যাপসা গরমে বাসিন্দাদের চরম সমস্যার মধ্যে পড়তে হয়।
বাসিন্দাদের অভিযোগ, সমস্যার কথা নিয়ে একাধিকবার হিঙ্গলগঞ্জ বিদ্যুৎ দপ্তরে যোগাযোগ করা হলেও কোন সুরহা হয়নি।
গ্রামবাসীদের আরো দাবি যত সময় পর্যন্ত আমাদের ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা বিদ্যুৎ দপ্তর না করবে তত সময় পর্যন্ত আমরা বৃহত্তর আন্দোলন চালিয়ে যাব।

ইমাম ভাতা নিয়ে সভা জামিয়াতুল আইমার

আজিজুর রহমান ● গলসি

আপনজন:গলসিতে সাংগঠনিক সভা করলো জামিয়াতুল আইমা অল উলামা তথা পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য ইমাম ও উলামা পরিষদ নামক একটি সংগঠন। এদিন সকালে গলসির বুঁইচা মসজিদে ওই সভার আয়োজন করা হয়। গলসি এলাকায় ৫০ অধিক মসজিদের ইমামরা সভায় অংশগ্রহণ করেন। আগামী দিনে সংগঠনকে কি ভাবে আরও শক্তিশালী করা যাবে মূলত সেই উদ্দেশ্যেই ওই সভার আয়োজন।
পাশাপাশি যে সব ইমামরা এখনো পর্যন্ত ইমাম ভাতা থেকে বঞ্চিত, তারা কিভাবে ইমাম ভাতা পাবে, সেই বিষয়েও আলোচনা করা হয়। সভা শেষে সংগঠনের সকল সদস্যদের হাতে একটি করে সাদা লুঙ্গি তুলে দেওয়া হয়। সংগঠনের জেলা সম্পাদক তথা জেলা ইমাম সেখ সামসের আলম জানান, এদিনের বৈঠক থেকে আগামীর কর্মসুচি নিয়ে আলোচনা হয়েছে। সংগঠন জন্য নতুন কমিটি গঠন করা হয়েছে।
এর পাশাপাশি ইমামদের ভাতা সংক্রান্ত বিভিন্ন সুবিধা অসুবিধা নিয়েও আলোচনা করা হয়েছে। উপস্থিত ছিলেন, গলসি ১ ও ২ ব্লকের সংগঠনের সম্পাদক মৌলানা রহমত আলি ও সভাপতি মৌলানা ইমামুম মুবিন, সংগঠনের উপদেষ্টা মন্ডলীর সদস্য হাজি মহবুবুল হক, সেখ ফিরোজ আহম্মেদ সহ এলাকার মসজিদের পেস ইমামরা।

জমিয়তের সাংগঠনিক সভা বাঁকুড়ার ইন্দাসে

আর এ মণ্ডল ● ইন্দাস

আপনজন: বাঁকুড়া জেলা জমিয়তে উলামায়ে হিন্দ এর উদ্যোগে ইন্দাস ব্লক কমিটির তত্ত্বাবধানে শাঁকরুল শাখা কমিটির ব্যবস্থাপনায় চাঁদ গ্রাম মসজিদ প্রাঙ্গণে জমিয়াতের বিশেষ সভাটি অনুষ্ঠিত হল। সকালের এই সভায় প্রধান অতিথির আসনে বসেন জেলার সম্পাদক হাফিজ আকিল আহমাদ। ইন্দাস ব্লকের সভাপতি কাজী সাহাবুদ্দিন প্রথমেই জানান যে, বর্তমান পরিস্থিতিতে সংগঠনকে মজবুত করার সাথে ফান্ডের অর্থ সঞ্চয় জরুরী। সেই সাথে সমাজ সেবামূলক কাজ এবং সংখ্যালঘুদের উন্নয়নের জন্য সরকারি সহায়তাকে কার্যকরী করার জন্য প্রশাসনিক স্তরে সংযোগ রাখার জন্য সচেষ্ট হতে হবে।অন্যান্য বিশিষ্ট জনদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ব্লক কমিটির সম্পাদক নুরুল ইসলাম, শাঁকরুল শাখার সভাপতি মাওলানা মোশার্রফ হোসেন, সক্রিয় সদস্য আব্দুস সুকুর,নূর ইসলাম মোল্লা,নিয়ামত আলি প্রমুখ। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন চাঁদ গ্রাম মসজিদের ইমাম কাজী মিনহাজ উদ্দীন। বিশিষ্ট ব্যক্তি ফান্ড গঠন ও জন সংযোগ বিষয়ের উপর কথা বলেন। জেলা সম্পাদক হাফিজ আকিল ইন্দাসে একটা প্রকাশ্য সভার আয়োজন করার জন্য প্রস্তাব পেশ করেন। উপস্থিত সকলেই গুরুত্ব সহকারে সমর্থন জানান। দোওয়ার মাধ্যমে সভা শেষ হয়।

ভাদুল রেলগেটের কাছে রেলের আন্ডারপাস তৈরি নিয়ে জটিলতা

সঞ্জীব মল্লিক ● বাঁকুড়া

আপনজন: বাঁকুড়া রেলের আন্ডারপাস তৈরী নিয়ে জটিলতা, রেলের তরফে নোটিশ দিলেও উচ্ছেদে না বস্তির মানুষের, আন্ডারপাসের পরিকল্পনা বাস্তব সম্মত নয় দাবী করে আন্দোলনে এলাকাবাসী, ঠিকা সংস্থার কর্মীদের ঘিরে বিক্ষোভ ।
রেলের আন্ডার পাস তৈরী নিয়ে ফের জটিলতা তৈরী হল বাঁকুড়ায়। বাঁকুড়ার ভাদুল রেলগেটের কাছে এই আন্ডারপাস তৈরীর জন্য ইতিমধ্যেই স্থানীয় একটি বস্তি উচ্ছেদের নোটিশ দিয়েছে রেল। এই উচ্ছেদ নিয়ে যেমন জটিলতা তৈরী হয়েছে তেমনই আন্ডারপাস তৈরীর পরিকল্পনা নিয়েও প্রশ্ন তুলে জোরদার আন্দোলনে নেমেছেন এলাকাবাসী। আজ রেলের বরাত পাওয়া ঠিকা সংস্থা এলাকায় আন্ডারপাস তৈরীর কাজ করতে গেলে ঠিকা সংস্থার কর্মীদের ঘিরে বিক্ষোভে ফেটে পড়েন আন্দোলনকারীরা।
বাঁকুড়া শহর লাগোয়া ভাদুল এলাকায় দক্ষিণপূর্ব রেলের বিডিআর রেলপথকে আড়াআড়ি ভাবে ছেদ করেছে ঐতিহ্যবাহী ও সুপ্রাচীন অহল্যাবাঈ সড়ক। এতদিন ভাদুলের কাছে আনম্যানড লেভেল ক্রসিং দিয়েই চলত এই সড়কে যাতায়াত। কিন্তু সম্প্রতি এই লেভেল ক্রসিং তুলে দিয়ে সেখানে আন্ডারপাস তৈরীর সিদ্ধান্ত নেয় দক্ষিণ পূর্ব রেল কর্তৃপক্ষ। আর তাতেই গোল বাধে। এলাকাবাসীর দাবী অহল্যাবাঈ রাস্তার লেভেল ক্রসিং থেকে প্রায় ৫০ মিটার দূর দিয়ে ঘুরিয়ে তৈরী করা হচ্ছে আন্ডারপাস। এই আন্ডারপাস তৈরীর জন্য স্থানীয় একটি বস্তিকে ইতিমধ্যেই উচ্ছেদের নোটিশ দিয়েছে রেল কর্তৃপক্ষ। বর্ষার মুখে এভাবে উচ্ছেদের প্রতিবাদে ইতিমধ্যেই জোরদার আন্দোলনে নেমেছেন স্থানীয় বস্তির মানুষ। গত ৪০ বছরেরও বেশি সময় ধরে বসবাস করা ওই বস্তির মানুষেরা বর্ষার মুখে কোনোভাবেই তাঁদের বাড়ি ভাঙতে দেবেন না বলে ইতিমধ্যেই জানিয়েছেন। অন্যদিকে রেলের অপর পাড়ে থাকা প্রায় ৩০ থেকে ৩৫ টি গ্রামের মানুষও আন্ডারপাস তৈরীর পরিকল্পনা বদলের দাবীতে শুরু করেছেন আন্দোলন। তাঁদের দাবী রেল যেভাবে ঘুরপথে আন্ডারপাস তৈরীর সিদ্ধান্ত নিয়েছে তাতে আগামীদিনে রেলের অপর পাড়ে থাকা ৩০ - ৩৫ টি গ্রামে পৌঁছাতে পারবে না দমকল সহ অন্যান্য বড় গাড়ি। আর তার ফলে গ্রামগুলি বঞ্চিত হবে বিভিন্ন জরুরী পরিসেবা থেকে। আন্দোলনকারী স্থানীয়দের দাবী যে জায়গায় লেভেল ক্রসিং রয়েছে সেখানেই আন্ডারপাস তৈরী করা হলে একদিকে যেমন বস্তি উচ্ছেদের প্রয়োজন হবে না তেমনই রেল পাড়ের গ্রামগুলিও দমকল ও অন্যান্য জরুরী পরিসেবা থেকে বঞ্চিত হবে না।
রেল কর্তৃপক্ষ দ্রুত পরিকল্পনা বদল না করলে আগামীদিনে আরো বৃহত্তর আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন স্থানীয় ৩০ -৩৫ টি গ্রামের মানুষ। বিষয়টি নিয়ে বক্তব্য দিতে চায়নি বরাত পাওয়া ঠিকা সংস্থার কর্মীরা। তাঁদের দাবী পরিকল্পনা বদলের বিষয়টি রেলের এক্তিয়ারভূক্ত তাই তাঁদের কিছু করণীয় নেই।

প্রকাশ্যে বাঁশ দিয়ে পিটিয়ে খুন করা হল যুবককে, গ্রেফতার অভিযুক্ত

নিজস্ব প্রতিবেদক ● বাঁকুড়া

আপনজন: প্রকাশ্যে বাঁশ দিয়ে পিটিয়ে খুন যুবককে, গ্রেফতার অভিযুক্ত ।
প্রকাশ্যে বাঁশ দিয়ে পিটিয়ে এক যুবককে খুন করার অভিযোগ উঠল গ্রামেরই অপর এক যুবকের বিরুদ্ধে। গতকাল সন্ধ্যার এই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল বাঁকুড়ার সারেঙ্গা থানার চৌতাড় গ্রামে। পুলিশ জানিয়েছে মৃত যুবকের নাম সৌমেন চক্রবর্তী। খবর পেতেই অভিযুক্ত সুমন বাগকে গ্রেফতার করেছে সারেঙ্গা থানার পুলিশ। আজ খাতড়া মহকুমা আদালতে অভিযুক্তকে পেশ করে দুদিনের জন্য নিজেদের হেফাজতে নেয় পুলিশ।
স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে চৌতাড় গ্রামের বাসিন্দা সৌমেন চক্রবর্তীর পরিবারের সঙ্গে দীর্ঘদিনের শত্রুতা রয়েছে সুমন বাগ এর পরিবারের। গতকাল সন্ধ্যার মুখে সুমনের বাড়ির সামনে গ্রামের রাস্তায় সৌমেন চক্রবর্তীর বাবা রনজিৎ চক্রবর্তীর সঙ্গে বচসা বাধে সুমনের। এই সময় সৌমেন বাবাকে নিরস্ত্র করার চেষ্টা করলে আচমকাই বাঁশ নিয়ে সৌমেনের উপর চড়াও হয় সুমন। অভিযোগ সুমন সৌমেনের মাথার পিছনে বাঁশের বাড়ি মারে। গুরুতর আহত অবস্থায় ঘটনাস্থলেই মাটিতে লুটিয়ে পড়েন সৌমেন। দ্রুত আহত সৌমেনকে উদ্ধার করে সারেঙ্গা ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে গেলে তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন চিকিৎসকরা। পরে স্থানীয় ব্রাহ্মণডিহা মোড় থেকে অভিযুক্ত সুমনকে গ্রেফতার করে সারেঙ্গা থানার পুলিশ। আজ ধৃতকে খাতড়া মহকুমা আদালতে পেশ করে দুদিনের জন্য নিজেদের হেফাজতে নেয় পুলিশ। অভিযুক্ত পক্ষের আইনজীবী অভিযুক্তকে নির্দোষ বলে দাবি করেছেন।

অবৈধভাবে জলাশয় ভরাট করা বন্ধ করল মালদা পৌরসভা

দেবাশীষ পাল ● মালদা

আপনজন: নবান্নে প্রশাসনিক বৈঠক করা ধমক মুখ্যমন্ত্রীর। ধমক পেয়ে নড়েচড়ে বসল পুরাতন মালদা পৌরসভা প্রসাশন।
অবৈধভাবে ভরাট হওয়া জলাশয় বন্ধ করল পৌরসভা। বৃহস্পতিবার সকাল আনুমানিক সাড়ে এগারোটা নাগাদ পুরাতন মালদা পৌরসভার চেয়ারম্যান কার্তিক ঘোষের নেতৃত্বে চলে এই অভিযান।
অভিযান চালিয়ে পুরাতন মালদা পৌরসভার ১২ নম্বর ওয়ার্ডের খয়রাতিপাড়া এলাকায় জলাশয় ভরাট রুখে দেওয়া হয়। অভিযানে উপস্থিত ছিল পুরাতন মালদা থানার পুলিশও। উল্লেখ্য সংশ্লিষ্ট এলাকায় অবৈধভাবে প্রকাশ্যেই ভরাট হয়ে যাচ্ছিল একটি সরকারি জলাশয়। কিভাবে ভরাট হচ্ছে তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছিল প্রশাসনের ভূমিকা নিয়েও।
জলাশয় ভরাট কোনভাবে বরদাস্ত করা হবে না ধমক দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। এরপর আজ পুরাতন মালদা পৌর প্রশাসন ও এলাকায় গিয়ে অবৈধভাবে ভরাট হওয়া সেই জলশয় বন্ধ করে দেয়। তবে এই ঘটনায় এখনো পর্যন্ত কাউকে আটক করা হয়নি। জমি মাফিয়ারা অবৈধভাবে এই জলাশয় ভরাট করছিল বলে দাবি পৌর চেয়ারম্যানের।
আমি নিজের জায়গায় মাটি ফেলেছি,সরকারি জলাশয়ে নয়। দাবি ভরাটকারী ব্যক্তির।

নলহাটিতে হারলেও কিছু পঞ্চায়েতে এগিয়ে তৃণমূল

মোহাম্মদ সানাউল্লা ● লোহাপুর

আপনজন: শতাংশের হিসেবে ব্লক তৃণমূলের ভোট কমে গেলেও কেবল মাত্র নওয়াপাড়া পঞ্চায়েত গত পঞ্চায়েত নির্বাচনের থেকেও লোক সভায় তাদের ফলাফলের ধারাকে অব্যাহত রেখে তৃণমূলের ভোটের সংখ্যা বাড়িয়ে ব্লক তৃণমূলের মুখ উজ্জ্বল করেছে। বারা ২ নং পঞ্চায়েত বিরোধীদের ছিল এখনো তা বিরোধীদের পক্ষেই থেকে গেল। অপর দিকে বারা ১ নং পঞ্চায়েত এখনও বিরোধীদের পক্ষে থাকলেও সেখানে শাসক দল তৃণমূল তার ক্ষমতা বিস্তার করে কোন রকমে দলের মান রক্ষা করেছে তৃণমূল নেতৃত্ব। সব শেষে তৃণমূল পরিচালিত নলহাটি ২ নং পঞ্চায়েত সমিতি ১৮ টি আসনের মধ্যে তৃণমূল একক সংখ্যাগরিষ্ঠতায় ১০ টিতে সমিতি গঠন করলেও এবারের লোকসভায় তৃণমূল পেল চারটি আসন। এখন কিন্তু বাম কংগ্রেস ও বিজেপির পক্ষে চলে যাচ্ছে নলহাটি ২ নং পঞ্চায়েত সমিতি।এখন প্রশ্ন হচ্ছে তাহলে কি নলহাটি ২ নম্বর ব্লক এলাকার মানুষ দিদির উন্নয়নকে প্রত্যাখ্যান করল? নাকি স্থানীয় নেতৃত্বদের বিপক্ষে ভোট করলো। সে নিয়ে যথেষ্ট উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে তৃণমূলের জেলা নেতৃত্বদের মধ্যে।

হকার উচ্ছেদের প্রতিবাদ জানাতে পথে বাম সংগঠন

সেখ রিয়াজুদ্দিন ও আজিম সেখ ● বীরভূম

আপনজন: রামপুরহাট পৌরসভা এলাকায় হকার উচ্ছেদের প্রতিবাদে সিপিআইএম শ্রমিক সংগঠন সিআইটিইউ এর পক্ষ থেকে রামপুরহাটের এসডিওকে ডেপুটেশন দেন।
তাদের দাবি কেন্দ্র সরকার এবং রাজ্য সরকার গরিব মানুষদের পেটে তথা ভাতে লাথি মারছেন। হকারদের পুনর্বাসন না দিয়ে অসহায় ভাবে তাদেরকে তুলে দেওয়া হচ্ছে।
কিন্তু ২০১৪ সালের হকার আইন অনুযায়ী হকারদের পুনর্বাসন না দিয়ে উচ্ছেদ করা যাবে না এমনই বলা আছে ।সেই প্রেক্ষিতে এদিন রামপুরহাট মহকুমা শাসকের কাছে একটি ডেপুটেশন দেওয়া হয়। দাবি তোলা হয় যে হকার উচ্ছেদের পূর্বে সকলকেই পুনর্বাসন দিতে হবে। ডেপুটেশনের নেতৃত্বে ছিলেন রামপুরহাট পৌরসভার ১৭ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর তথা সি আই টি ইউ নেতা সঞ্জীব মল্লিক,সিপিআইএম জেলা কমিটি সদস্য সঞ্জীব বর্মন, সি আই টি ইউ নেতৃত্ব অমিতাভ সিং প্রমুখ ।
অন্যদিকে, সিউড়ি শহরের হকার উচ্ছেদ নিয়ে বৃহস্পতিবার জেলা শাসকের সাথে দেখা করলেন বিজেপির নেতৃত্ব। পরবর্তীতে জেলা শাসকের অফিস থেকে বেরিয়ে সিউড়ি পৌরসভার সামনে বিক্ষোভ কর্মসূচিতে বসেন বিজেপির জেলা সভাপতি ধ্রুব সাহা, বিজেপির রাজ্য সাধারণ সম্পাদক জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় সহ অন্যান্য নেতৃত্ব। তাদের একটাই দাবি যে হকারদের সুব্যবস্থা না করে উচ্ছেদ করা চলবে না।

রামপুরহাট পৌরসভা শুরু করল হকার উচ্ছেদ

নিজস্ব প্রতিবেদক ● বীরভুম

আপনজন: মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যের পৌরসভার পরিষেবা এবং তদারকি সহ বিভিন্ন বিষয়ের দিকগুলো তুলে ধরেন দিন গত সোমবার এবং একগুচ্ছ নির্দেশিকা জারি করেন। মুখ্যমন্ত্রীর ক্ষোভ প্রকাশের পরেই তড়িঘড়ি পৌরসভার পক্ষ থেকে মিটিং ডাকা হয় এবং ফুটপাত দখলমুক্ত, বেআইনী নির্মাণ ও যানজট নিয়ন্ত্রণ করতে মাঠে ময়দানে নেমে পড়ে জেলার বিভিন্ন পৌরসভা কতৃপক্ষ।বুধবার সন্ধ্যা থেকে রামপুরহাট পৌরসভা পুলিশ প্রশাসন ও সাধারণ প্রশাসন এর তরফ থেকে ফুটপাত দখলমুক্ত করার অভিযান শুরু হয়েছে। বৃহস্পতিবার সকালে রামপুরহাট পৌরসভার পৌরপতি, রামপুরহাটে মহকুমা শাসক এবং পুলিশ প্রশাসনের আধিকারিকরা সরজমিনে থেকে ফুটপাত দখল মুক্ত করেছেন। আজকে থেকেই ফুটপাত দখল মুক্ত করা অভিযান শুরু হলো রামপুরহাট পৌরসভা সহ সিউড়ি,বোলপুর পৌরসভা এলাকাতে।
ফুটপাতে যে সমস্ত হকাররা বসে থাকেন ব্যবসা করেন তাদের বাদ দিয়ে যেখানে কনস্ট্রাকশন করে ফুটপাত দখল করে রয়েছেন সেগুলিকেও মেশিন দিয়ে ভেঙে দেয়া হয়।পৌরসভার সূত্রে খবর এই অভিযান চলবেই ।

কলাবাগানের ভিতরে বোমা বিস্ফোরণে মৃত্যু

আরবাজ মোল্লা ● নদিয়া

আপনজন: নদিয়ায় কলাবাগানের ভিতরে বোমা বিস্ফোরণে মৃত্যু এক যুবক ঘটনায় চাঞ্চল্য।বৃহস্পতিবার শান্তিপুর থানার টেংরিডাঙ্গা মেদিয়া পাড়া বাসিন্দারা সাবিরুল সেখ ঝোপ কাটার সময় ঝোপের মধ্যে থাকা বোমা ফেটে জখম হয় এক জনের মৃত্যু হয়েছে শক্তিনগর জেলা হাসপাতালে অন্য জনকে ভর্তি করা হয়েছে কালনা হাসপাতালে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে,শান্তিপুর থানার টেংরিডাঙ্গা মেদিয়া পাড়া এলাকায় বাসিন্দারা জমিতে কাজে গিয়েছিল অভিযোগ,কলা বাগানের পাশের ঝোপ কাটার সময় হঠাৎই ঝোপের মধ্যে থাকা বোমায় আঘাত লাগলে বিস্ফোরণ ঘটে ঘটনায় গুরুতর আহত হয় ওই যুবক। আশেপাশের মানুষজন কলা বাগানের ভিতর আহতদের উদ্ধার করে কৃষ্ণনকগর জেলা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া পথে সামিরুলের মৃত্যু হয়।

স্কুলে রান্নার গ্যাসের পাইপ ফেটে আগুন

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হাওড়া

আপনজন: মিড ডে মিলের রান্নার গ্যাসের পাইপ ফেটে আগুন হাওড়ার লিলুয়ার একটি প্রাইমারি স্কুলে। ঘটনায় গুরুতর আহত হন প্রধান শিক্ষিকা সহ দুই শিক্ষিকা। অল্পের জন্য রক্ষা পেয়েছে পড়ুয়ারা। হাওড়ার লিলুয়ায় ভট্টনগর ঘুঘুপাড়ার সারাদামণি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সকালে ওই ঘটনা ঘটে। মিড ডে মিলের রান্না চালুর আগে চা বানাতে গিয়ে গ্যাস সিলিন্ডারের পাইপ ফেটে আগুন লাগে বলে জানা গেছে। ঘটনায় গুরুতর আহত হন প্রধান শিক্ষিকা তাপসী গোস্বামী এবং সহকারী শিক্ষিকা ইমলি সাহা ব্রহ্ম। এলাকার মানুষ এবং শিক্ষকদের তৎপরতায় প্রাথমিকভাবে আগুন নিভিয়ে ফেলা সম্ভব হয়। দমকল এসে গ্যাস সিলিন্ডারটি বাইরে বের করে। আহত শিক্ষিকাদের কলকাতার মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের জরুরি বিভাগে ভর্তি করা হয়েছে।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

স্ত্রী ও ভাইয়ের মারে জখম যুবক

সুভাষ চন্দ্র দাশ ● ক্যানিং

আপনজন: স্ত্রী ও ভাইয়ের মারে গুরুতর জখম হলেন এক যুবক। বুধবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে ক্যানিং থানার অন্তর্গত থানার মোড় সংলগ্ন এলাকায়। গুরুতর জখম মোহন মাঝি ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। ঘটনার বিষয়ে থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন আক্রান্ত যুবক।তদন্ত শুরু করেছে ক্যানিং থানার পুলিশ। স্থানীয় সুত্রে জানা গিয়েছে প্রতিদিন মদ্যপ অবস্থায় বাড়িতে গিয়ে স্ত্রী’র ওপর অত্যাচার করতো মোহন মাঝি। অভিযোগ এদিন রাতে বাড়ি ফিরে মাছ ভাগ করা কে কেন্দ্র করে স্ত্রী আলপনা’র ওপর অত্যাচার শুরু করে। স্ত্রীকে বেধড়ক মারধর করে বলে অভিযোগ।মারধরের হাত থেকে বৌদিকে উদ্ধার করতে পরিবারের অন্যান্যরা দৌড়ে যায়।এরপর মোহন মাঝির ভাই অমর ও আক্রান্তের স্ত্রী আলপনা মোহন মাঝি কে বেধড়ক মারধর করে মাথা ফাটিয়ে দেয় বলে অভিযোগ।প্রতিবেশী এক যুবক মোহন কে উদ্ধার করে। চিকিৎসার জন্য ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যায়। আক্রান্তের দাবি,মাছ কিনেছিলাম।স্ত্রীকে ভাগ করতে বলেছিলাম। স্ত্রী ভাগ না করায় দুচার ঘা দিয়েছিলাম। পরে স্ত্রী ও আমার ভাই দুজনে মিলে আমাকে মেরে মাথা ফাটিয়ে দেয়।

শব্দ সাম্পান কবিতা সংখ্যা প্রকাশ

নুরুল ইসলাম খান ● সোনারপুর

আপনজন: সম্প্রতি শব্দ সাম্পান বিশেষ কবিতাসংখ্যা প্রকাশিত হোলো সোনারপুরের আইআইএমসি-র প্রেক্ষাগৃহে এক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে। এদিন বিশিষ্টজন ও বহু কবিদের উপস্থিতিতে পত্রিকা প্রকাশিত হয়। ভাবনা পত্রিকার পক্ষে সমকালীন সময়, দেশ ও আন্তর্জাতিক নানা বিষয়কে সামনে রেখে একটি মনোজ্ঞ আলোচনার সূত্রপাত করেন বিশিষ্ট চিন্তক রাজীব গুহ। এরপর একটি কবিতা সংকলন “ জ্যোৎস্নায় মিশে আছে “ মোড়ক উন্মোচিত হয়। সংকলনটির ওপর সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেন বৈজয়ন্ত রাহা ও সুমিতা মুখার্জি।
শব্দ সাম্পান এর এবারের সংখ্যায় লিখেছেন অনেকেই। পত্রিকাটি ইতিমধ্যেই তরুণ কবিদের কাছে আলোচিত নাম হয়ে উঠেছে। সযত্ন প্রকাশ, ছিমছাম প্রায় নির্ভুল ও ভালো মানের লেখা প্রকাশের জন্য শব্দ সাম্পান একটি নির্ভরযোগ্য প্রকাশ মাধ্যম হিসেবে পত্রিকার সম্পাদক সরদার আলিম প্রশংসার্হ পত্রিকা প্রকাশ করেন গালিব ইসলাম, অধ্যাপক মোজাফফর মন্ডল ও সৌমেন্দ্র দত্ত ভৌমিক।

জলের অপচয়

আপনজন: একদিকে যখন জলের জন্য বিভিন্ন এলাকায় হাহাকার হচ্ছে, তখন অন্যদিকে জলের অপচয় চলছে অবিরাম। উত্তর ২৪ পরগনার দেগঙ্গা ব্লকের কলসুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বিভিন্ন এলাকায় পাইপ লাইনের মাধ্যমে যে জল সরবরাহ করা হয় সেখানে অনেক জায়গাতেই চলছে জলের অপচয়।হয় কোথাও কোনও ট্যাপ নেই,আর না হলে ট্যাপ থাকলেও সেটা খারাপ।আর এর ফলে চলছে জলের অপচয়। ছবি: মনিরুজ্জামান

ইউরো ২০২৪

বেলজিয়ামকে রুখেও ইউক্রেনের বিদায়, ২৪ বছর পর নকআউটে রোমানিয়া

আপনজন ডেস্ক: বেলজিয়াম ০: ০ ইউক্রেন
স্লোভাকিয়া ১: ১ রোমানিয়া
দুর্ভাগা নয়তো কী! ৪ পয়েন্ট নিয়ে ‘বি’ গ্রুপের রানার্সআপ হয়ে ইউরোর শেষ ষোলোয় উঠেছে বর্তমান চ্যাম্পিয়ন ইতালি। ৪ পয়েন্ট নিয়ে ‘ডি’ গ্রুপ থেকে তৃতীয় হয়ে উঠেছে নেদারল্যান্ডস। ‘সি’ গ্রুপের দুই দল ডেনমার্ক ও স্লোভেনিয়ার জন্য তো ৩ পয়েন্টই যথেষ্ট ছিল। কিন্তু ৪ পয়েন্ট পেয়েও ‘ই’ গ্রুপের বাকি দলগুলোর থেকে গোল পার্থক্যে পিছিয়ে থাকায় ইউক্রেনকে বিদায় নিতে হলো।
যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশটির ফুটবলারদের হতাশায় ডুবিয়ে এই গ্রুপ থেকে নকআউট পর্বে পৌঁছে গেল বেলজিয়াম, স্লোভাকিয়া ও রোমানিয়া। স্টুটগার্টে আজ কেভিন ডি ব্রুইনা-রোমেলু লুকাকুদের বেলজিয়ামের সঙ্গে বুক চিতিয়ে লড়ে গোলশূন্য ড্র করেছে ইউক্রেন। ফ্রাঙ্কফুর্টে স্লোভাকিয়া-রোমানিয়া ম্যাচটা শেষ হয়েছে ১-১ সমতায়। ৩ ম্যাচ মিলিয়ে সবচেয়ে বেশি গোল করায় গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হয়েছে রোমানিয়া। দলটি ২০০০ সালের পর প্রথমবার ইউরোর নকআউট পর্বে উঠেছে। এই গ্রুপ থেকে বেলজিয়াম দ্বিতীয় আর স্লোভাকিয়া তৃতীয় হয়ে রোমানিয়ার সঙ্গী হয়েছে। বেলজিয়ামকে অবশ্য শেষ ষোলোতেই কঠিন পরীক্ষায় পড়তে হচ্ছে। আগামী ১ জুলাই কোয়ার্টার ফাইনালে ওঠার লড়াইয়ে ডি ব্রুইনার দলের প্রতিপক্ষ কিলিয়ান এমবাপ্পের ফ্রান্স।
ডি ব্রুইনা-জেরেমি ডোকুরা আজ যে ধরনের নকশার জার্সি পরেছিলেন, তাতে দূর থেকে দেখে বোঝার উপায় ছিল না তাঁরা জাতীয় দল বেলজিয়াম নাকি ক্লাব ম্যানচেস্টার সিটির হয়ে খেলতে নেমেছেন! আকাশি-নীল জার্সিতে ডি ব্রুইনা-ডোকুর কাছ থেকে নিশ্চয় সিটির মতোই পারফরম্যান্স আশা করেছিলেন বেলজিয়ান সমর্থকেরা। তবে সমর্থকদের মন ভরাতে পারেননি তাঁরা।
সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ‘মিস মাস্টার’ তকমা পেয়ে যাওয়া রোমেলু লুকালু আজও একাধিক সুবর্ণ সুযোগ হাতছাড়া করেছেন। দারুণ কিছু সুযোগ কাজে লাগাতে ব্যর্থ হয়েছেন টিমোথি কাস্তানিয়ে, ইয়োহান বাকাইয়োকোরাও।
উল্টো জয়সূচক গোলটা প্রায় পেয়েই গিয়েছিল ইউক্রেন। ম্যাচের শেষ দিকে বেলজিয়ান গোলকিপার কিওন কাস্তয়েলসকে একা পেয়েও তাঁর শরীর বরাবর শট নেন ইউক্রেনের জর্জি সুদাকভ। শেষ পর্যন্ত বেলজিয়ামের সঙ্গে পয়েন্ট ভাগাভাগি করতে হয় ইউক্রেনীয়দের। মাঠ ছাড়তে হয় ইউরোর গ্রুপ পর্ব থেকে ছিটকে পড়ার হতাশা নিয়ে।
‘ই’ গ্রুপ থেকে তৃতীয় হয়ে শেষ ষোলোয় উঠেছে স্লোভাকিয়া
‘ই’ গ্রুপ থেকে তৃতীয় হয়ে শেষ ষোলোয় উঠেছে স্লোভাকিয়ারয়টার্স
বিস্ময়কর হলেও সত্যি ইউরোর মূল পর্বে এটিই ইউক্রেনের প্রথম ড্র। এর আগে ১৩ ম্যাচ খেলে ৯টিতে হার ও ৪টিতে জিতেছে তারা। আজ ইউক্রেনের সমর্থকদের দেহটা স্টুটগার্টের এমএইপি অ্যারেনায় পড়ে থাকলেও মনটা যেন ছিল ফ্রাঙ্কফুর্টের ডয়চে ব্যাংক পার্কে। সেখানে যে মুখোমুখি হয়েছে গ্রুপের অন্য দুই দল রোমানিয়া আর স্লোভাকিয়া। তাই মোবাইলটা হাতে নিয়ে সেই ম্যাচেও চোখ রাখতে হচ্ছিল ইউক্রেন সমর্থকদের।
রোমানিয়া-স্লোভাকিয়ার যে কেউ জিতলেই কপাল খুলে যেত ইউক্রেনের। বেলজিয়ামের সঙ্গে ড্র করেও তৃতীয় হওয়া শীর্ষ ৪ দলের একটি হিসাবে পৌঁছে যেত শেষ ষোলো পর্বে। কিন্তু রোমানিয়া-স্লোভাকিয়া ম্যাচটা ১-১ গোলে ড্র হওয়ায় ইউক্রেনীয়দের আশা পূরণ হয়নি।

ইংল্যান্ডকে হেলায় হারিয়ে টি-২০ বিশ্বকাপের ফাইনালে উঠল ভারত

আপনজন ডেস্ক: ২০২২ সালের সেমিফাইনাল ছিল টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ ইতিহাসের অন্যতম একপেশে, অ্যাডিলেডে ভারতের দেওয়া ১৬৯ রানের লক্ষ্যকে ইংল্যান্ডের দুই উদ্বোধনী ব্যাটসম্যান জস বাটলার ও অ্যালেক্স হেলস বানিয়ে ফেলেছিল ছেলেখেলা। দুই বছর পর গায়ানার প্রভিডেন্স স্টেডিয়ামের স্পিন-সহায়ক উইকেটে ইংল্যান্ডকে সেই অ্যাডিলেড ফিরিয়ে দিল ভারত।
বৃষ্টিবিঘ্নিত দ্বিতীয় সেমিফাইনালে ১৭২ রানের লক্ষ্যে বর্তমান চ্যাম্পিয়ন ইংল্যান্ড গুটিয়ে গেছে ১০৩ রানে, টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ সেমিফাইনালে পরে ব্যাটিং করা দলের যেটি দ্বিতীয় সর্বনিম্ন।
বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে রানের হিসাবে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ৬৮ রানে জিতে ১০ বছর পর টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ফাইনালে চলে গেছে ভারত। আগামীকাল বার্বাডোজের ব্রিজটাউনের ফাইনালে তাদের প্রতিপক্ষ দক্ষিণ আফ্রিকা। দুই দলই এখন পর্যন্ত কোনো ম্যাচ হারেনি। ফলে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ প্রথমবারের মতো দেখতে যাচ্ছে অপরাজিত চ্যাম্পিয়ন।
ধীরগতির ও নিচু বাউন্সের এমন উইকেটে ১৭২ রানের লক্ষ্য ইংল্যান্ডের জন্য সহজ হবে না, সেটি বোঝা যাচ্ছিল আগে থেকেই। পাওয়ারপ্লেতে ভালো একটা শুরু দরকার ছিল তাদের। শুরুতে আক্রমণের দায়িত্বটা নিয়েছিলেন বাটলারই, প্রথম ৩ ওভারে সল্ট খেলেন মাত্র ৪ বল। চতুর্থ ওভারের প্রথম বলেই নতুন বোলার অক্ষর প্যাটেলকে রিভার্স সুইপ করতে যাওয়া বাটলারের গ্লাভসে লেগে ক্যাচ যায় উইকেটকিপার পন্তের হাতে। ম্যাচ ঘুরে যায় মূলত সেখান থেকেই।
পাওয়ারপ্লেতে ইংল্যান্ড হারায় আরও ২ উইকেট। যশপ্রীত বুমরার গতির বৈচিত্র্যের সঙ্গে পেরে ওঠেননি ফর্মে থাকা ফিল সল্ট, অক্ষরের নিচু বাউন্সের বল মিস করেন জনি বেয়ারস্টো।
পাওয়ারপ্লেতে ৩ উইকেট হারিয়ে ইংল্যান্ড তোলে ৩৯ রান।
তবে কিছুই যে ইংল্যান্ডের পক্ষে যাচ্ছিল না, সেটি প্রমাণ করতেই যেন অক্ষর প্যাটেলের বলে স্টাম্পিং হন মঈন আলী—বল প্যাডে লেগে পন্তকে পেরিয়ে গেছে ভেবে ক্রিজ ছেড়ে বেরিয়ে গিয়েছিলেন তিনি। স্পিনের পরের শিকার স্যাম কারেন, কুলদীপের গুগলি পড়তে না পেরে তিনি এলবিডব্লু। অ্যাডিলেডে বিনা উইকেটে ১৭০ রান তোলা ইংল্যান্ড গায়ানায় ৫ উইকেট হারিয়ে ফেলে ৪৯ রানেই। এই ৫ উইকেট তারা হারায় চতুর্থ থেকে নবম ওভারের মধ্যে। এ সময়ে আসে মাত্র একটি বাউন্ডারি।
কার্যত ইংল্যান্ডের শেষ ভরসা হয়ে ছিলেন হ্যারি ব্রুক, পানি পানের বিরতির পর কুলদীপকে রিভার্স সুইপে চার মেরে লড়াইয়ের আভাসও দেন। কিন্তু পরের বলে আবার রিভার্স সুইপ করতে গিয়ে হন বোল্ড। ক্রিস জর্ডান এরপর কুলদীপের তৃতীয় শিকার, লিয়াম লিভিংস্টোন ও আদিল রশিদ হন রানআউট। ইংল্যান্ডের পরাজয় বেশ কিছুক্ষণ থেকেই হয়ে দাঁড়িয়েছিল সময়ের অপেক্ষা। ১৭তম ওভারে বুমরার বলে জফরা আর্চার এলবিডব্লু হওয়ায় নিশ্চিত হয় সেটি।
গায়ানায় আবহাওয়ার পূর্বাভাস এদিন সুবিধার ছিল না মোটেও। বৃষ্টিতে প্রায় ১ ঘণ্টা ১৫ মিনিট পর শুরু হওয়া খেলা ৮ ওভার পর থামে আবার। শুরুতে ভারতের ব্যাটিং অবশ্য শুরুতেই চাপে পড়ে গিয়েছিল। তৃতীয় ওভারে বিরাট কোহলির পর ষষ্ঠ ওভারে ঋষভ পন্তকে হারায় তারা। রিস টপলিকে ছক্কা মারার ১ বল পর আবার চড়াও হতে গিয়ে বোল্ড ৯ বলে ৯ রান করা কোহলি। টুর্নামেন্টটি মোটেও ভালো যাচ্ছে না তাঁর। স্যাম কারেনের বলে শর্ট মিডউইকেটে ক্যাচ তোলেন ৬ বলে ৪ রান করা পন্ত।
বৃষ্টিবিরতিতে ভারতের ছন্দপতন হয় একটু। বিরতির পর সতর্ক থাকেন রোহিত শর্মা ও সূর্যকুমার যাদব। ভারতের ফিরতি লড়াইয়ে নেতৃত্ব দেন দুজন। রোহিত শর্মা খেলেন ৩৯ বলে ৫৭ রানের ইনিংস। সঙ্গে ছিলেন ৩৬ বলে ৪৭ রান করা সূর্যকুমার যাদব।
১৩তম ওভারে কারেনের ওপর চড়াও হন দুজনই, আসে ১৯ রান। রোহিত এবারের বিশ্বকাপের তৃতীয় ফিফটি পূর্ণ করেন ৩৬ বলে, সূর্যকুমারও দেখাতে থাকেন তাঁর শটের পরিধি। দুজনের জুটি ইংল্যান্ডকে হুমকি দিচ্ছিল ভালোভাবেই। ইংল্যান্ডকে ব্রেকথ্রু এনে দেন আদিল রশিদ। প্রথম ৩ ওভারে তেমন প্রভাব রাখতে না পারলেও নিজের চতুর্থ ওভারে গুগলিতে বোল্ড করেন রোহিতকে। সূর্যকুমারের সঙ্গে তাঁর জুটিতে ৫০ বলে ওঠে ৭৩ রান। এক ওভার পর আর্চারের ব্যাক অব দ্য হ্যান্ড স্লোয়ারে তুলে মারতে গিয়ে লং অনে ক্যাচ দেন সূর্যকুমারও।
দ্রুত দুই উইকেটে চাপ বাড়ে ভারতের, এবার সামনে আসেন হার্দিক পান্ডিয়া। মাঝে লিভিংস্টোনের বিপক্ষে সতর্ক ছিলেন তিনি, প্রথম ৯ বলে করেন মাত্র ৯ রান। এরপর ক্রিস জর্ডানকে মারেন টানা দুটি ছক্কা, যদিও তৃতীয়টি মারতে গিয়ে লং অফে ধরা পড়েন। পরের বলে শিবম দুবেও হন কট বিহাইন্ড।
২.১ ওভার বাকি থাকতে ভারতের স্কোর ছিল ১৪৬ রান। রবীন্দ্র জাদেজা ও অক্ষর প্যাটেলের ১২ বলে ২৪ রানের ছোট জুটিতে অবশ্য ১৭০ পেরোয় ভারত। ছয় বোলারকেই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ব্যবহার করেছেন বাটলার, একজন ছাড়া উইকেটের দেখা পেয়েছেন সবাই। তবে যিনি উইকেট পাননি, সেই লিভিংস্টোন ছিলেন দারুণ কার্যকর-৪ ওভারে তিনি দেন মাত্র ২৪ রান। ম্যাচের ফলে অবশ্য এর কোনো প্রভাবই টের পাওয়া যায়নি।

সংক্ষিপ্ত স্কোর
ভারত: ২০ ওভারে ১৭১/৭ (রোহিত ৫৭, কোহলি ৯, পন্ত ৪, সূর্যকুমার ৪৭, পান্ডিয়া ২৩, জাদেজা ১৭*, দুবে ০, অক্ষর ১০, অর্শদীপ ১*; টপলি ১/২৫, আর্চার ১/৩৩, কারেন ১/২৫, রশিদ ১/২৫, জর্ডান ৩/৩৭, লিভিংস্টোন ০/২৪)।
ইংল্যান্ড: ১৬.৪ ওভারে ১০৩ (সল্ট ৫, বাটলার ২৩, মঈন ৮, বেয়ারস্টো ০, ব্রুক ২৫, কারেন ২, লিভিংস্টোন ১১, জর্ডান ১, আর্চার ২১, রশিদ ২, টপলি ৩* ; অর্শদীপ ০/১৭, বুমরা ২/১২, অক্ষর ৩/২৩, কুলদীপ ৩/১৯, জাদেজা ০/১৬, পান্ডিয়া ০/১৪)।
ফল: ভারত ৬৮ রানে জয়ী।
ম্যান অব দ্য ম্যাচ: অক্ষর প্যাটেল।

ইউরো ২০২৪: ‘নতুন ম্যারাডোনা’র জাদুতে রোনালদোর পর্তুগালকে হারিয়ে জর্জিয়ার ইতিহাস

আপনজন ডেস্ক: জর্জিয়া ২ : ০ পর্তুগাল
তুরস্ক ২ : ১ চেক প্রজাতন্ত্র
‘কাভারাডোনা’ বা ‘নতুন ম্যারাডোনা’ নামে পরিচিতি পেয়েছিলেন আরও আগে। নাপোলির তিন দশক পর সিরি ‘আ’র শিরোপা জয়ের অন্যতম নায়কও ছিলেন তিনি। সেই খিচা কাভারাস্কেইয়া এবার ইউরোর ম্যাচে ম্লান করে দিয়েছেন ক্রিস্টিয়ানো রোনালদোকে।
কাভারাস্কেইয়ার আলো ছড়ানোর রাতে পর্তুগালকে ২ -০ গোলে হারিয়ে ইতিহাস গড়েছে জর্জিয়া। এ জয়ে গ্রুপ ‘এফ’ থেকে তৃতীয় সেরা দলগুলোর একটি হয়ে পরের পর্বে গেল জর্জিয়া। এই গ্রুপের অন্য ম্যাচে চেক প্রজাতন্ত্রকে ২ -১ গোলে হারিয়েছে তুরস্ক। এ জয়ে গ্রুপ রানার্সআপ হয়ে শেষ ষোলো নিশ্চিত করেছে তুরস্কও।
ইউরো খেলতে আসার দলগুলোর মাঝে র‍্যাঙ্কিংয়ে সবচেয়ে পিছিয়ে থাকা (৭৪ নম্বর) দল হলো জর্জিয়া। এমনকি এবারই প্রথম বড় টুর্নামেন্ট খেলার সুযোগ পেয়েছে দেশটি। কিন্তু সেই জর্জিয়াই ইউরোর ইতিহাসে অন্যতম সেরা অঘটনের জন্ম দিয়ে পৌঁছে গেল শেষ ষোলোয়। কাভারাস্কেইয়ার পাশাপাশি কৃতিত্ব দিতে হবে আরেক ফরোয়ার্ড গিওর্গে মিকাওতাদজেও। প্রথম গোলে সহায়তার পাশাপাশি পেনাল্টি থেকে দ্বিতীয় গোলটি করেছেন তিনি।
প্রথম দুই ম্যাচে জিতে আগেই গ্রুপসেরা হয়ে শেষ ষোলো নিশ্চিত করেছিল পতুর্গাল। সে কারণেই হয়তো আগের ম্যাচ থেকে ৮ পরিবর্তন নিয়ে একাদশ সাজান পর্তুগাল কোচ রবার্তো মার্তিনেজ। তবে নিয়মিত একাদশের বেশিরভাগ খেলোয়াড়কে বিশ্রাম দিলেও, রেখে দেন অধিনায়ক রোনালদোকে। কিন্তু রোনালদোও এ ম্যাচে বিশেষ কোনো পার্থক্য গড়তে পারেননি। রূপকথার দুর্দান্ত এক গল্প লিখেই মাঠ ছেড়েছে জর্জিয়া। জার্মান ক্লাব শালকের মাঠে ম্যাচের দ্বিতীয় মিনিটেই দেখা মেলে জর্জিয়ার চমকের। পর্তুগিজ ডিফেন্ডার আন্তোনিও সিলভার ভুলে মাঝমাঠের কাছাকাছি জায়গায় বল পান জর্জিয়ার গিওর্গে মিকাওতাদজে। একটু এগিয়ে গিয়ে তিনি বল বাড়ান কাভারাস্কেইয়ার উদ্দেশ্য। সুবিধাজনক জায়গায় বল পেয়ে ভুল করেননি নাপোলির এই উইঙ্গার। জায়গা বের করে দুর্দান্ত এক ফিনিশিংয়ে গোল করে এগিয়ে দেন জর্জিয়াকে। ম্যাচের শুরুতে গোল হওয়ায় দুইদলই মরিয়া হয়ে ওঠে। পর্তুগাল একদিকে সমতা ফেরানোর জন্য আক্রমণে যাওয়ার চেষ্টা করে, বিপরীতে জর্জিয়ার চোখ ছিল আরেক গোল করে ম্যাচে নিরঙ্কুশ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার। যে কারণে আক্রমণ ও প্রতি-আক্রমণে জমে ওঠে লড়াই। ১৬ মিনিটে রোনালদোর নেওয়া দুর্দান্ত এক ফ্রি-কিক ঠেকিয়ে জর্জিয়াকে রক্ষা করেন গোলরক্ষক। ২৮ মিনিটে আবারও গোলের কাছাকাছি পৌঁছেও গোলের দেখা পায়নি পর্তুগাল। ৩০ মিনিটে জোয়াও ফেলিক্সের শট পোস্টের বাইরে দিয়ে যায়। এ সময় জর্জিয়ান রক্ষণের ওপর বেশ চাপ তৈরি করে পর্তুগাল। ৩৩ মিনিটে প্রতি-আক্রমণে কাভারাস্কেইয়ার প্রচেষ্টা অল্পের জন্য গোল হয়নি। ৩৫ মিনিটে রোনালদোর শট আটকে যায় জর্জিয়ার রক্ষণ জালে। একটু পর প্রতি-আক্রমণে কাভারস্কেইয়া ফাউলের শিকার হলে ফ্রি-কিক পায় জর্জিয়া। নাপোলি উইঙ্গারের নেওয়া ফ্রি-কিকটি অল্পের জন্য পোস্টের বাইরে দিয়ে যায়।
প্রতি-আক্রমণে কাভারাস্কেইয়া ছিলেন দুর্দান্ত। তাঁর পায়ে বল গেলেই তৈরি হচ্ছিল দারুণ কিছুর সম্ভাবনা। কাভারাস্কেইয়ার আলো ছড়ানো ফুটবল বাদ দিলে ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ ছিল মূলত পর্তুগালের হতেই। ৪৩ মিনিটে জোয়াও পাউলিনিয়ার শট পোস্টের বাইরে দিয়ে যায়। পিছিয়ে থেকেই শেষ পর্যন্ত বিরতিতে যেতে হয় পর্তুগালকে। বিরতির পরপর রোনালদোর শট পোস্টের ওপর দিয়ে যায়। ৫০ মিনিটে দারুণ এক আক্রমণ থেকে গোলের সুযোগ হাতছাড়া করেন কাভারাস্কেইয়া। এ সময় আক্রমণের জবাব প্রতি-আক্রমণ দিয়েই দিচ্ছিল জর্জিয়া। তেমনই এক প্রতি-আক্রমণ ঠেকাতে গিয়ে প্রথম গোলে ভুল করা সেই আন্তোনিও সিলভা এবার বক্সের ভেতর ফাউল করে বসেন লুকা লোশোভিলিকে। ভিএআরে যাচাই করে পেনাল্টির সিদ্ধান্ত দেন রেফারি। স্পট কিকে ভুল করেননি মিকাওতাদজে। জর্জিয়াকে এগিয়ে দেন ২ -০ গোলে।

বিশ্বকাপটা রোহিতের প্রাপ্য: হাফিজ

আপনজন ডেস্ক: কী অসাধারণ ক্যারিয়ার! অথচ ভারতের হয়ে রোহিত শর্মারই কোনো বিশ্বকাপ ট্রফি নেই। কি ওয়ানডে, কি টি-টোয়েন্টি, বিশ্বকাপটা কিছুতেই ছুঁয়ে দেখা হচ্ছে না তাঁর। ভারতের অধিনায়ক হিসেবে আরব আমিরাতে ২০২১ সালে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের সেমিফাইনালেই যেতে পারেননি। অস্ট্রেলিয়ায় ২০২২ সালে সেমিফাইনালে গিয়েও পারেননি। ২০২৩ ওয়ানডে বিশ্বকাপেও একই অবস্থা। ভারত একটি ম্যাচেই হারল, সেটি ফাইনাল। পাকিস্তানের সাবেক অধিনায়ক মোহাম্মদ হাফিজ মনে করেন, এবারের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ যদি কারও সত্যিকারের প্রাপ্য হয়, সেটি রোহিত শর্মার।
সুপার এইটে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে অসাধারণ এক ইনিংস খেলেছেন রোহিত। ৪১ বলে ৯২ রানের ইনিংসটি হাফিজের খুব মনে ধরেছে। ৭টি বাউন্ডারি ও ৮টি ছক্কায় সাজানো ইনিংসটিকে হাফিজ তাঁর দেখা কোনো অধিনায়কের অন্যতম সেরা ইনিংসের স্বীকৃতি দিয়েছেন, ‘ওটা পুরোপুরি রোহিত শো ছিল। আমরা কোনো অধিনায়কের কাছ থেকে অন্যতম সেরা ইনিংস দেখলাম। অধিনায়ক হিসেবে সামনে থেকে নেতৃত্ব দেওয়ার যে ব্যাপারটি, সেটি পুরোপুরিই ছিল এই ইনিংসে। রোহিতের সামর্থ্য নিয়ে কারও কোনো সন্দেহ থাকারই কথা নয়। সে একটা জিনিসই পরিবর্তন করেছে তাঁর ব্যাটিংয়ে, সেটি হচ্ছে সে ব্যাটিংটা করে স্বার্থহীনভাবে। ম্যাচে যেভাবে সে সম্পৃক্ত থাকে, সেটি দুর্দান্ত। সে ক্রিকেটের অন্যতম গ্রেট।’

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ

১২০ বল, ১৯১ রান, ১৫৯.১৬ স্ট্রাইক রেট—রোহিত ও বাটলারের অবিশ্বাস্য মিল

আপনজন ডেস্ক: চমক দেখিয়ে আফগানিস্তান প্রথমবারের মতো টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে উঠেছিল বটে। কিন্তু শক্তি-সামর্থ্যের বিচারে তো দক্ষিণ আফ্রিকাই ছিল এগিয়ে।
ত্রিনিদাদের ব্রায়ান লারা স্টেডিয়ামে সেই অসম লড়াইয়ের চিত্রই ফুটে উঠেছে। আফগানদের ৯ উইকেটে হারিয়ে প্রোটিয়ারা পৌঁছে গেছে ফাইনালে। তবে রাত সাড়ে ৮টায় গায়ানার প্রভিডেন্স স্টেডিয়ামে শুরু হতে চলা আরেক সেমিফাইনালে দুই দলের কাউকে নিরঙ্কুশ ফেবারিট বলার সুযোগ নেই। ভারত অনেক দিন হলো আইসিসি টি-টোয়েন্টি র‍্যাঙ্কিংয়ের ১ নম্বর দল, ইংল্যান্ড টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের বর্তমান চ্যাম্পিয়ন। এই সেমিফাইনালে তাই সেয়ানে সেয়ানে টক্করই দেখার অপেক্ষায় আছেন ক্রিকেটপ্রেমীরা।
এ বছর টি-টোয়েন্টি এমনকি এই বিশ্বকাপে দুই দলের অধিনায়ক যা করেছেন, তাতেও তাঁদের আলাদা করার উপায় নেই! কাকতালীয় মনে হলেও সত্যি, ভারতের রোহিত শর্মা আর ইংল্যান্ডের জস বাটলার ব্যাটিংয়ের নানা মানদণ্ডে এক পাল্লায় অবস্থান করছেন।
২০২৪ সালে রোহিত-বাটলার দুজনই খেলেছেন সমান ম্যাচ ও সমান বল। আউট হননি দুটি করে ইনিংসে, ফিফটিও আছে দুটি করে। ব্যাট হাতে তাঁদের বিশ্বকাপ পারফরম্যান্সও ‘কেহ কারে নাহি ছাড়ে সমানে সমান’! দুজনের রানই ১৯১, বল খেলেছেন ১২০টি করে। অবিশ্বাস্যভাবে স্ট্রাইক রেটও একই; ১৫৯.১৬। আসরে দুজন নিজেদের সর্বোচ্চ ইনিংসটাও খেলেছেন সর্বশেষ ম্যাচে। ব্যাট হাতে ‘মহাপ্রলয়’ বইয়ে দিয়ে সেরেছেন সেমিফাইনালের প্রস্তুতি। আরেকটু হলে এ বছর টি-টোয়েন্টিতে রান-স্ট্রাইক রেটেও সমান হতেন রোহিত-বাটলার। ভারতীয় অধিনায়ক করেছেন ৩১২ রান, ইংলিশ অধিনায়ক ৩১৪। প্রথমজনের স্ট্রাইক রেট ১৬২.৫০, দ্বিতীয়জনের ১৬৩.৫৪।

আফগানিস্তানকে ৯ উইকেটে হারিয়ে ফাইনালে দক্ষিণ আফ্রিকা

আপনজন ডেস্ক: টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ সেমিফাইনালে দক্ষিণ আফ্রিকা-আফগানিস্তান ম্যাচটি শুরু হওয়ার আগে কেউ কেউ একটি ব্যাপার আন্দাজ করে নিয়েছিলেন। একদিকে এর আগে কখনো বিশ্বকাপের এই পর্যায়ে উঠে না আসা আফগানিস্তান, অন্যদিকে ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টি মিলিয়ে বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে একাধিকবার পোড় খাওয়া দক্ষিণ আফ্রিকা। অর্থাৎ আফগানিস্তান যদি এমন বড় ম্যাচের চাপ নিতে পারে, তবে তাদেরও ফাইনালে ওঠার ভালো সুযোগ আছে। কারণ, দক্ষিণ আফ্রিকা তুলনামূলক শক্তিশালী দল হলেও অতীতে সেমিফাইনালে এসে ভেঙে পড়েছে। কিন্তু ত্রিনিদাদের ব্রায়ান লারা স্টেডিয়ামে ঘটল ঠিক উল্টোটা। সেমিফাইনালে আগে ব্যাটিংয়ে নেমে হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ল আফগানিস্তান। দক্ষিণ আফ্রিকা সেই সুযোগে ৯ উইকেটের জয়ে প্রথমবারের মতো উঠল টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ফাইনালে। ১৯৯৮ চ্যাম্পিয়নস ট্রফি জয়ের পর আইসিসির ইভেন্টে এবারই প্রথম ফাইনালে উঠল দক্ষিণ আফ্রিকা। টস জিতে একটু কঠিন উইকেটে আগে ব্যাটিংয়ে নেমে মাত্র ৫৬ রানে অলআউট হয় আফগানিস্তান। ৮.৫ ওভারেই এই রান তাড়া করেছে দক্ষিণ আফ্রিকা। ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টি মিলিয়ে প্রথমবারের মতো বিশ্বকাপের ফাইনালে ওঠার পথে দ্বিতীয় ওভারে কুইন্টন ডি ককেকে (৫) হারায় প্রোটিয়ারা। আফগান পেসার ফজলহক ফারুকির বলে বোল্ড হন বাঁহাতি এই ওপেনার। চার বল পর নাভিন-উল-হকের (২.৪ ওভার) বলে উইকেটকিপার রহমানউল্লাহ গুরবাজকে ক্যাচ দিয়েছিলেন এইডেন মার্করাম। ব্যাটের কানা ছুঁয়ে গুরবাজের গ্লাভসে জমা পড়েছিল বল। কিন্তু গুরবাজ টের না পাওয়ায় আফগান অধিনায়ক রশিদ খানও রিভিউ নেননি। এরপর আর কোনো বিপদ ঘটেনি। সেরা বোলিংই করেছেন দক্ষিণ আফ্রিকার বোলাররা। তাতে সেমিফাইনালের মতো ম্যাচটাও হয়ে উঠেছে একপেশে। তবে দক্ষিণ আফ্রিকার তাতে মোটেও আপত্তি থাকার কথা নয়। ওয়ানডে বিশ্বকাপে এর আগে পাঁচবার সেমিফাইনালে খেলেও ফাইনালের দেখা পায়নি দক্ষিণ আফ্রিকা। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে এর আগে সেমিফাইনালে খেলেছে দুবার। তৃতীয়বার পাওয়া সুযোগটি কাজে লাগিয়ে ফাইনালে উঠল মার্করামের দল। আইসিসি চ্যাম্পিয়নস ট্রফিতে ১৯৯৮ সালে প্রথম সংস্করণে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর এই টুর্নামেন্টে চারবার সেমিফাইনাল খেলেছে তারা।চলতি টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে এখনো অপরাজিত দক্ষিণ আফ্রিকা। আর এক ম্যাচ (ফাইনাল) জিতলেই ইতিহাসের প্রথম দল হিসেবে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে অপরাজিত চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করবে মার্করামের দল।

মুদ্রক, প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী জাইদুল হক কর্তৃক ৯৪/২ কলিন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬ থেকে প্রকাশিত ও সমর প্রিন্টেক, ২৯ তপসিয়া রোড সাউথ, কলকাতা-৭০০০৪৬ থেকে মুদ্রিত। **সম্পাদকীয় দফতর:** আপনজন পাবলিকেশন, ৬ কিড স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬। সম্পাদক: **জাইদুল হক।**
Printed, Published and owned by Zaidul Haque, Published from 94/2 Collin Street, Kolkata-700016, Printed at Samar Printech, 29 Topsia Road South, Kolkata-700046. **Editorial Office:** 6 Kyd Street, Kolkata-700016. M: 9748892902 **Editor: Zaidul Haque**